RNI No. 71057/96

ছবি, গল্প
ও কবিতার
ভাষায়
স্বাগত
ঋতুরাজ

বিশেষ পৃষ্ঠা- ১২

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

বর্ষ: ৩০, সংখ্যা: ০৫, কোচবিহার, শুক্রবার, ০৬ মার্চ- ১৯ মার্চ, ২০২৬, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১২ Vol: 30, Issue: 05, Cooch Behar, Friday, 06 March- 19 March, 2026, Pages: 12, **Rs. 3**

চূড়ান্ত তালিকায় বাদ সাড়ে আট হাজার ভোটার

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: গত ২৮ ফেব্রুয়ারি শনিবার এসআইআর প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করল নির্বাচন কমিশন। এদিন কোচবিহারের জেলাশাসক রাজু মিশ্র সাংবাদিক বৈঠকে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন।

জেলাশাসক জানান, গত বছরের অক্টোবর মাসের শুরুতে জেলায় মোট ভোটারের সংখ্যা ছিল ২৪ লক্ষ ৯০ হাজার ৭৮৯। ১৬ ডিসেম্বর খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের সময় মৃত ও স্থানান্তরিত মিলিয়ে ১ লক্ষ ১৩ হাজার ৩৭০ জনের নাম বাদ দেওয়া হয়। এছাড়া বিভিন্ন আপত্তি ও দাবির

প্রেক্ষিতে ৪ লক্ষ ২৬ হাজার ৪৭ জনকে শুনানির নোটিশ পাঠানো হয়েছিল।

চূড়ান্ত তালিকা অনুযায়ী, বর্তমানে কোচবিহারে মোট ভোটার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৩ লক্ষ ৭৭ হাজার ৯৬৭। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ১২ লক্ষ ৩২ হাজার ৪৮২ জন এবং মহিলা ভোটার ১১ লক্ষ ৪৫ হাজার ৪৬৪ জন। তৃতীয় লিঙ্গের ভোটারের সংখ্যা রয়েছে ২১ জন। খসড়া তালিকা প্রকাশের পর আরও ৮ হাজার ৪২৬ জনের নাম বাদ গিয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর। পাশাপাশি 'অ্যাডজুডিকেটেড' তালিকায় প্রায় ২ লক্ষ ৩৫ হাজার নাম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বর্তমানে ১৬ জন বিচারক সংশ্লিষ্ট বিচারাধীন বিষয়গুলি দেখছেন। সর্বদলীয় বৈঠকের আয়োজন করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের হাতে ভোটার তালিকার প্রতিলিপি ও সিডি তুলে দেওয়া হয়।

'উত্তরের বাও উৎসব ২০২৬'

দেবাশীষ চক্রবর্তী

কোচবিহার: উত্তরবঙ্গের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাসকে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে জাঁকজমকভাবে অনুষ্ঠিত হল 'উত্তরের বাও উৎসব ২০২৬'। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি শনিবার কোচবিহারের পুন্ডিবাড়ি থানার অন্তর্গত বড় রাঙ্গরশ এলাকায় আয়োজিত এই উৎসবকে ঘিরে সকাল থেকেই ছিল উৎসাহ ও উদ্দীপনার আবহ।

বড় রাঙ্গরশের দিনেশ্বরী উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অতিথি সংবর্ধনা ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সাংস্কৃতিক পরিবেশনা অনুষ্ঠানে এক বিশেষ মাত্রা যোগ করে। এরপর বিদ্যালয়ের সামনে আনুষ্ঠানিকভাবে উন্মোচন করা হয় রাজবংশী সমাজের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমাজসংস্কারক ও শিক্ষাবিদ ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার আবক্ষ মূর্তি। মূর্তি উন্মোচন করেন পদ্মশ্রী সম্মানপ্রাপ্ত বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. মহেন্দ্রনাথ রায়। এ প্রসঙ্গে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক এবং আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য হিসেবে সুপরিচিত ড. মহেন্দ্রনাথ রায়ের কথায়, "ঠাকুর পঞ্চানন বর্মা শুধুমাত্র একজন সমাজসংস্কারক নন, তিনি উত্তরবঙ্গের শিক্ষাজাগরণের অগ্রদূত। প্রতিকূল সামাজিক পরিবেশ ও কুসংস্কারের মধ্যেও তিনি শিক্ষাকে হাতিয়ার করে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন।" তিনি আরও বলেন, বর্তমান সমাজে শিক্ষার যে বিস্তার ও সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তার নেপথ্যে ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার অবদান অনস্বীকার্য। নতুন প্রজন্মকে তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত করার আহ্বানও জানান।

এদিন উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, শিক্ষাবিদ, সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি ও বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী। বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ এক মিলনমেলায় পরিণত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পাশাপাশি এদিন দিনভর চলে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিবেশনা, লোকসংগীত, নৃত্য, আবৃত্তি ও নানা সামাজিক কর্মসূচি। সকলের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে উৎসবের আবহ আরও জমজমাট হয়ে ওঠে।

রাজ্যপাল আনন্দ বোসের ইস্তফা, রাজভবনে আসছেন আর.এন. রবি

Mamata Banerjee
@MamataOfficial

I am shocked and deeply concerned by the sudden news of the resignation of Shri C. V. Ananda Bose, the Governor of West Bengal.

The reasons behind his resignation are not known to me at this moment. However, given the prevailing circumstances, I would not be surprised if the Governor has been subjected to some pressure from the Union Home Minister to serve certain political interests on the eve of the forthcoming State Assembly elections.

Union Home Minister just informed me that Shri R.N. Ravi is being appointed as Governor of West Bengal. He never consulted with me as per the established convention in this regard.

Such actions undermine the spirit of the Constitution of India and strike at the very foundation of our federal structure. The Centre must respect the principles of cooperative federalism and refrain from taking unilateral decisions that erode democratic conventions and the dignity of States.

7:50 PM · Mar 5, 2026 · **1.4M** Views

নিজস্ব প্রতিবেদন

কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সি.ভি. আনন্দ বোস আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে তাঁর পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। ৫ মার্চ, বৃহস্পতিবার নয়া দিল্লিতে তিনি তাঁর পদত্যাগপত্র জমা দেন। ২০২২ সালের নভেম্বরে এই পদে নিযুক্ত হওয়ার পর প্রায় সাড়ে তিন বছর দায়িত্ব পালন শেষে তিনি জানান যে, রাজভবনে তিনি যথেষ্ট সময় অতিবাহিত করেছেন। এই আকস্মিক পদত্যাগের পরপরই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানান যে, আর.এন. রবি পশ্চিমবঙ্গের নতুন রাজ্যপাল হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।

তবে এই ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এক্স (সাবেক টুইটার) হ্যান্ডেলে একটি পোস্টে তিনি গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন যে, নির্বাচনের মুখে রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক রাজ্যপালকে পদত্যাগে বাধ্য করে থাকতে পারে। পাশাপাশি, নতুন রাজ্যপাল নিয়োগের ক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে কোনো আলোচনা না করায় তিনি কেন্দ্রের বিরুদ্ধে 'সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো' এবং গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলেছেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বর্তমানে রাজ্য ও কেন্দ্রের মধ্যে রাজনৈতিক উত্তেজনা নতুন মাত্রা পেয়েছে।

এসআইআর 'অ্যাডজুডিকেশন' তালিকা নিয়ে সরব তৃণমূল কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: 'অ্যাডজুডিকেশন' তালিকায় থাকা ভোটারদের ভোটদানের সুযোগ নিশ্চিত করার দাবিতে সরব হল তৃণমূল কংগ্রেস। গত ২ মার্চ সোমবার সন্ধ্যায় কোচবিহারের জেলাশাসক রাজু মিশ্রের সঙ্গে দেখা করে দলের একটি প্রতিনিধি দল।

প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী তথা দিনহাটার তৃণমূল বিধায়ক উদয়ন গুহ, কোচবিহারের সাংসদ জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়া, কোচবিহার জেলা তৃণমূলের সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক এবং কোচবিহার জেলা পরিষদের সহকারী সভাপতি আব্দুল জলিল আহমেদ। কোচবিহার জেলায় প্রায় ২ লক্ষ ৩৭ হাজারের বেশি ভোটারের নাম বর্তমানে 'অ্যাডজুডিকেশন' তালিকায় রয়েছে। দ্রুত এই সমস্ত নামের নিষ্পত্তি করা হোক অথবা তাঁদের ভোটদানের সুযোগ নিশ্চিত করা হোক।

উদয়ন গুহ বলেন, "জেলায় বিপুল সংখ্যক ভোটারের নাম অ্যাডজুডিকেশন তালিকায় রয়েছে। প্রশাসনের উচিত দ্রুত বিষয়টির সমাধান করা।" তৃণমূল প্রতিনিধিদল অভিযোগ করেছে, এসআইআর প্রক্রিয়ার পর প্রকাশিত তালিকায় সাবেক ছিটমহল এলাকার বহু বাসিন্দার নাম 'আন্ডার অ্যাডজুডিকেশন' হিসেবে দেখানো হয়েছে। বিধানসভা নির্বাচনের আগে প্রাক্তন ছিটমহলবাসীদের মধ্যে উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। তাঁদের আশঙ্কা, এই অবস্থায় তাঁরা ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন কি না। দাবি, দীর্ঘ আন্দোলন ও লড়াইয়ের পর সাবেক ছিটমহলবাসীরা নাগরিকত্ব ও ভোটাধিকার পেয়েছেন। এখন যদি তাঁদের নাম নিয়েই অনিশ্চয়তা তৈরি হয়, তা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। সাংসদ জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়া বলেন, "একজন প্রকৃত ভোটারের নামও যেন বাদ না পড়ে, সে বিষয়ে আমরা সতর্ক।"

এদিকে, তৃণমূলের স্পষ্ট বার্তা, আগামী ১০ মার্চের মধ্যে নির্বাচন কমিশন যদি উপযুক্ত পদক্ষেপ না করে এবং সাবেক ছিটমহলবাসী-সহ সকল প্রকৃত ভোটারের ভোটাধিকার নিশ্চিত না করে, তবে আন্দোলনের পথে নামবে শাসকদল।

দোল পূর্ণিমায় উৎসবমুখর মদনমোহন মন্দির

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: দোল পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে গত ৩ মার্চ মঙ্গলবার কোচবিহারের প্রাণের ঠাকুর শ্রীশ্রী মদন মোহন মন্দিরে সকাল থেকেই দেখা গেল ভক্তদের উপচে পড়া ভিড়। আবিরের রঙে রঙিন হয়ে ওঠে মন্দির চত্বর, আর ভক্তদের উচ্ছ্বাসে মুখর হয়ে ওঠে গোটা এলাকা।

ঐদিন সকালে নিয়ম মেনে বিশেষ পুজোর আয়োজন করা হয় মন্দিরে। জেলাশাসক রাজু মিশ্র মন্দিরে উপস্থিত হয়ে পুজো দেন এবং ঠাকুরের পায়ে আবির ছুঁয়ে দোল উৎসবের শুভ সূচনা করেন। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার পৌরসভার চেয়ারম্যান সহ জেলার একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি।

প্রতিবছরের মতো এ বছরও বহু কোচবিহারবাসী দিনের শুরুতেই মদন মোহন ঠাকুরের পায়ে আবির অর্পণ করে আশীর্বাদ নেন। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মন্দির প্রাঙ্গণে ভক্তদের ভিড় বাড়তে থাকে। দূরদূরান্ত থেকেও বহু মানুষ এই বিশেষ দিনে মন্দিরে দর্শন করতে আসেন। জেলাশাসক রাজু মিশ্র বলেন, "দোল পূর্ণিমা আমাদের সম্প্রীতির উৎসব। শান্তিপূর্ণ ও সুন্দরভাবে উৎসব পালনের জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে সবরকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।"

পৌরসভার চেয়ারম্যান জানান, "মদন মোহন ঠাকুর কোচবিহারের মানুষের আবেগের সঙ্গে জড়িয়ে। প্রতিবছর এই দিনে এখানে উপস্থিত থাকতে পারা আমাদের কাছে গর্বের।" এক দর্শনার্থীর কথায়, দোল মানেই মদন মোহন ঠাকুরের চরণে আবির অর্পণ করে আশীর্বাদ নেওয়া। বহু বছরের এই প্রথা আজও সমানভাবে পালন করে চলেছেন কোচবিহারবাসী।

তিনটি নতুন রাস্তার কাজের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: উত্তরবঙ্গের গ্রামীণ উন্নয়নে বড় পদক্ষেপ। প্রায় ৮ কোটি টাকা ব্যয়ে তিনটি গ্রামপঞ্চায়েতে রাস্তা নির্মাণের উদ্বোধন করেছেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। ২৮ ফেব্রুয়ারি শনিবার দিনহাটা ২ নম্বর ব্লকের তিনটি গ্রামপঞ্চায়েতে এই প্রকল্পের সূচনা হয়। বামনহাট ২ নং, বড়শাকদল, এবং গোবরাছড়া নয়ারহাট গ্রামপঞ্চায়েতে কাজ চলবে। দীর্ঘদিন ধরে দুর্বল যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে যাতায়াত ও দৈনন্দিন কাজকর্মে ভোগান্তির শিকার হচ্ছিলেন স্থানীয়রা। নতুন রাস্তা হলে যাতায়াত ব্যবস্থা সহজ হবে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন দীপক ভট্টাচার্য্য সহ তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যান্য স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

খেলবি যদি আয় আয় আয়...

শিলিগুড়ির সূর্য সেন পার্কে 'ইচ্ছেরাঙা বসন্ত উৎসবে' মেতে তরুণীরা।

ক্যামেরায় সুরো সরকার

ফের তীব্র ভূমিকম্পে কাঁপল দক্ষিণবঙ্গ

নিজস্ব প্রতিবেদন

কলকাতা: গত ২৭ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার দুপুরে শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলা। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৫.৫। ভূমিকম্পটির কেন্দ্রস্থল ছিল পশ্চিমবঙ্গের টাকি থেকে প্রায় ২৬ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে, বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী খুলনার কাছে। ভারতীয় সময় দুপুর ১টা ২২ মিনিটে কম্পন অনুভূত হয়।

প্রায় ৫২ সেকেন্ড স্থায়ী এই ভূমিকম্পে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে মহানগর ও জেলাজুড়ে। কলকাতার একাধিক বহুতল ভবনে স্পষ্ট কম্পন টের পান বাসিন্দারা। অনেকেই আতঙ্কে দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে আসেন। অফিসপাড়া ও আবাসিক এলাকায় সাময়িক চাঞ্চল্য তৈরি হয়। তবে প্রাথমিকভাবে বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতির খবর মেলেনি।

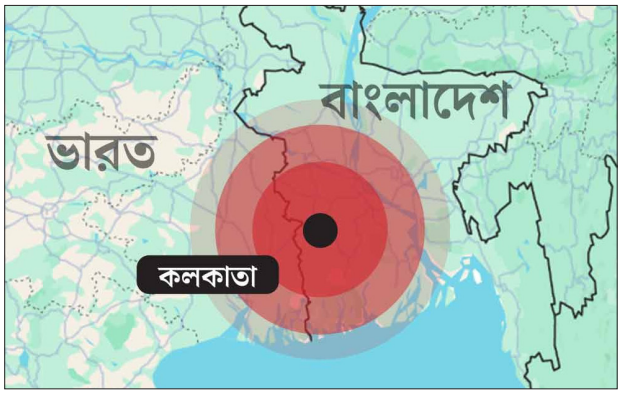

শুধু মহানগর নয়, বারাকপুর শিল্পাঞ্চল, বাঁকুড়া-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলাতেও কম্পন অনুভূত হয়েছে বলে খবর। বহু জায়গায় মানুষ ঘর ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে আসেন।

উল্লেখ্য, এর আগের দিন অর্থাৎ ২৬ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলায় ৪.২ মাত্রার ভূমিকম্প হয়। তারও আগে, ৬ ফেব্রুয়ারি গভীর রাতে সিকিমে ৪.৫ মাত্রার ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে পাহাড়ি অঞ্চল। সেই কম্পনের উৎসস্থল ছিল গ্যালশিং এলাকায়, ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার গভীরে। ফলে গ্যাংটক, পেলিং-সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় কম্পন তীব্রভাবে অনুভূত হয়।

পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় এলেই সপ্তম বেতন কমিশনের প্রতিশ্রুতি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর

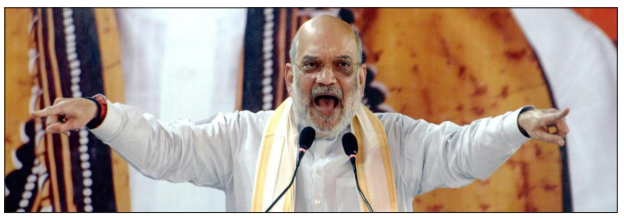

নিজস্ব প্রতিবেদন

মগরাহাট: পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের দামামা বাজতেই রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের জন্য বড় ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। গত সোমবার দক্ষিণ ২৪ পরগণার মগরাহাটে বিজেপির 'পরিবর্তন যাত্রা'র সূচনা করে তিনি প্রতিশ্রুতি দেন যে, রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় এলে দীর্ঘপ্রতীক্ষিত সপ্তম বেতন কমিশন কার্যকর করা হবে।

অমিত শাহ জোর দিয়ে বলেন, "আপনারা যদি পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির সরকার গঠন করেন, তবে দায়িত্ব নেওয়ার মাত্র ৪৫ দিনের মধ্যে সপ্তম বেতন কমিশন অনুযায়ী বেতন দেওয়া শুরু হবে।" বর্তমান রাজ্য সরকারের আমলে বকেয়া মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) এবং বেতন কাঠামো নিয়ে সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে যে দীর্ঘদিনের ক্ষোভ রয়েছে, তাকে হাতিয়ার করেই শাহর এই মাস্টারস্ট্রোক বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। বিজেপির এই মেগা প্রতিশ্রুতি রাজ্যের কয়েক লক্ষ সরকারি কর্মচারী ও পেনশনভোগীদের ভোটব্যাঙ্কে কতটা প্রভাব ফেলে, এখন সেটাই দেখার।

কোচবিহারে 'রাজ্য বীমা চিকিৎসালয়' উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন

শিলিগুড়ি ও কোচবিহার: শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা জোরদার করতে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিল রাজ্য সরকার। কর্মচারী রাজ্য বীমা (চিকিৎসা সুবিধা) প্রকল্পের আওতায় কোচবিহারে নবনির্মিত 'রাজ্য বীমা চিকিৎসালয়'-এর উদ্বোধন করা হল। শিলিগুড়ির দাগাপুর শ্রমিক ভবন থেকে ভার্চুয়ালি এই চিকিৎসালয়ের সূচনা করা হয়।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আইন, বিচার ও শ্রম দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মলয় ঘটক। এ প্রসঙ্গে তিনি জানান, শ্রমজীবী মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা রাজ্য সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার। কর্মচারী রাজ্য বীমা প্রকল্পের মাধ্যমে শ্রমিকদের কাছে চিকিৎসা পরিষেবা আরও সহজলভ্য করে তুলতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই চিকিৎসালয়ে আধুনিক পরিকাঠামোর পাশাপাশি বহির্বিভাগ (ওপিডি), প্রাথমিক চিকিৎসা এবং প্রয়োজনীয় বিভিন্ন পরীক্ষার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী দিনে পর্যায়ক্রমে এখানে আরও উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা যুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে।

এই উদ্যোগের ফলে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন শিল্পাঞ্চল এবং অসংগঠিত ক্ষেত্রের বহু শ্রমিক ও তাঁদের পরিবার সরাসরি উপকৃত হবেন বলে মত বিশেষজ্ঞদের। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির মেয়র সহ একাধিক আধিকারিকরা। বিশেষজ্ঞদের কথায়, শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবা শক্তিশালী করতে এই ধরনের উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

দাগাপুর থেকে কোচবিহারে এই চিকিৎসালয়ের সূচনা শুধু একটি ভবনের উদ্বোধন নয়, বরং শ্রমিক কল্যাণের ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা।

মাদক পাচারকাণ্ডে ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন

শিলিগুড়ি: মাদক পাচারের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপে ফের সাফল্য পেল বাগডোগরা থানার পুলিশ।

শিলিগুড়ি মহকুমার ভুট্টাবাড়ি এলাকার মুনি চা বাগান সংলগ্ন জাতীয় সড়ক ৩১ থেকে ২৯৪ গ্রাম ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ঘটনায় ধৃত মালদার বাসিন্দা বিপুল সিংহ (২৬)।

সূত্রের খবর, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বাগডোগরা থানার সাদা পোশাকের পুলিশ এবং শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ (এসওজি) যৌথভাবে অভিযান চালায়। অভিযানের সময় সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখে ওই যুবককে আটক করা হয়। পরে তল্লাশি চালিয়ে তার কাছ থেকে প্রায় ২৯৪ গ্রাম ব্রাউন সুগার, একটি মোটরসাইকেল ও একটি মোবাইল ফোন উদ্ধার হয়।

তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান, উদ্ধার হওয়া মাদক স্থানীয় বাজারে হাতবদলের উদ্দেশ্যেই আনা হয়েছিল। তবে পুলিশের তৎপরতায় সেই পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি শনিবার ধৃতকে শিলিগুড়ি আদালতে পেশ করা হয়।

তৃণমূলে যোগ অর্জুন পুরস্কারপ্রাপ্ত স্বপ্নার

নিজস্ব প্রতিবেদন

কলকাতা: উত্তরবঙ্গের রাজনীতিতে বড় চমক! শাসক দলে যোগ দিলেন অর্জুন পুরস্কারপ্রাপ্ত আন্তর্জাতিক ক্রীড়াবিদ স্বপ্না বর্মন। গত ২৭ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার কলকাতার তৃণমূল ভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন তিনি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য্য, ব্রাত্য বসু এবং শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। তাঁদের হাত থেকেই দলীয় পতাকা তুলে নেন স্বপ্না।

খবর, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে শিলিগুড়ি সংলগ্ন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি কেন্দ্র থেকে তাঁকে প্রার্থী করতে পারে তৃণমূল। যদিও এ বিষয়ে দল বা স্বপ্না

বর্মনের তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি, তবুও তাঁর যোগদান উত্তরবঙ্গের রাজনৈতিক সমীকরণে তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে বলে মত রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের।

দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, যুব সমাজ ও ক্রীড়া মহলে স্বপ্নার জনপ্রিয়তাকে সংগঠনের কাজে লাগাতেই তাঁকে দলে আনা হয়েছে। উত্তরবঙ্গের মেয়ে হিসেবে তাঁর সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা এবং সংগ্রামী জীবনকাহিনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলেই মনে করছে তৃণমূল নেতৃত্ব।

অন্যদিকে, বিরোধী শিবিরও বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে দেখছে। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, ক্রীড়া জগতের পরিচিত মুখকে সামনে এনে উত্তরবঙ্গে নিজেদের সংগঠন আরও মজবুত করার কৌশল নিয়েছে শাসকদল।

সেদিন সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে স্বপ্না বর্মন বলেন, "মানুষের জন্য কাজ করার ইচ্ছা থেকেই রাজনীতিতে আসা। দলের নেতৃত্ব যে দায়িত্ব দেবে, তা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করব।" আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গন থেকে রাজনীতির ময়দানে স্বপ্না বর্মনের এই নতুন ইনিংস উত্তরবঙ্গের রাজনীতিতে কতটা প্রভাব ফেলবে, এখন সেদিকেই নজর সবার।

দিনহাটায় পথ দুর্ঘটনায় মৃত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন

দিনহাটা: দিনহাটায় পরপর দুটি পৃথক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল দুই ব্যক্তির। গত ৪ মার্চ বুধবার গীতালদহ ও রাধানগর কলোনি এলাকায় ঘটে যাওয়া এই দুই দুর্ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, রাধানগর কলোনি এলাকায় বাড়ির সামনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিলেন মিঠুন সরকার। সেই সময় একটি দ্রুতগতির গাড়ি এসে তাঁকে সজোরে ধাক্কা মেরে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। গুরুতর জখম অবস্থায় স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে উদ্ধার করে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসা শুরু হলেও চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। অন্যদিকে, তাপস দেবনাথ নামে এক ব্যক্তি আত্মীয়ের বাড়ি থেকে বড় আটিয়া বাড়ির দিকে ফিরছিলেন। গীতালদহের দেবনাথপাড়া এলাকায় হঠাৎই তাঁর গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে একটি গাছে সজোরে ধাক্কা মারে।

ঘটনার পর আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পরপর দুটি দুর্ঘটনায় দিনহাটা জুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। ঘটনার পর এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুটমার্চ

নিজস্ব প্রতিবেদন

ইসলামপুর: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনী সচেতনতা বৃদ্ধি ও শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে রুটমার্চ শুরু করেছে। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি শনিবার ইসলামপুরের বিডিও অফিসের সামনে থেকে এই রুটমার্চের সূচনা হয়। স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকা পরিদর্শন করেন। ইসলামপুরের বাজার, জনবহুল এলাকা এবং গুরুত্বপূর্ণ মোড়গুলো ঘুরে সাধারণ মানুষকে শান্তিপূর্ণভাবে ভোটদানের জন্য উৎসাহিত করেন জওয়ানরা।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত ৪ শ্রমিক

নিজস্ব প্রতিবেদন

দিনহাটা: দিনহাটা ভিলেজ টু গ্রাম পঞ্চায়েতের ভাগ্নি পার্ট টু এলাকায় নির্মীয়মাণ একটি ভবনে কাজ চলাকালীন ভয়াবহ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল চার শ্রমিকের। গত ১ মার্চ রবিবার বিকেল প্রায় ৫টা ১০ মিনিট নাগাদ এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। ঘটনায় আরও তিনজন শ্রমিক গুরুতর জখম হয়েছেন। তাঁদের দ্রুত উদ্ধার করে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বর্তমানে তাঁরা চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

স্থানীয় সূত্রে খবর, ভবন নির্মাণের সময় একটি মিক্সার লিফট অসাবধানতাবশত ১১ হাজার ভোল্টের উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুতের তারের সংস্পর্শে আসে। মুহূর্তের মধ্যে তীব্র বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই চার শ্রমিকের মৃত্যু হয়। গুরুতর জখম হন আরও তিনজন। দুর্ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন।

খবর পেয়ে পুলিশ ও বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন এবং বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করেন। দুর্ঘটনার কারণ হিসাবে প্রাথমিক অনুমান, নির্মাণস্থলে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা না থাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। উচ্চ ভোল্টেজের বিদ্যুৎ লাইনের নীচে নির্মাণকাজ চললেও যথাযথ সুরক্ষা ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে। ঘটনার পর শ্রমিক নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

মদনমোহন বাড়িতে পুজো দিয়ে শুরু বিজেপির সভা

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: গত ১ মার্চ রবিবার কোচবিহারের মদনমোহন বাড়িতে পুজো দিয়ে রাজনৈতিক কর্মসূচির সূচনা করল ভারতীয় জনতা পার্টির জেলা নেতৃত্ব। এদিন কোচবিহারে দলের সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন ও রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য্যের সভা উপলক্ষ্যে শহরে ব্যাপক জমায়েত হয় দলীয় সমর্থকদের।

রাসমেলা ময়দানে আয়োজিত ‘পরিবর্তন যাত্রা’ সভার আগে জেলা নেতৃত্ব মন্দিরে গিয়ে পুজো দেন। উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাপতি অভিজিৎ বর্মন, বিধায়ক নিখিল রঞ্জন দে, সুকুমার রায়, বিধায়িকা মালতীরাভা রায়, সাংসদ মনোজ টিক্কা-সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। দলীয় সূত্রে খবর, সভাকে কেন্দ্র করে সকাল থেকেই শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কর্মী-সমর্থকরা জড়ো হতে শুরু করেন।

মন্দির প্রাঙ্গণে পুজো দেওয়ার পর নেতারা রাসমেলা ময়দানের উদ্দেশ্যে রওনা দেন।

ঐদিন সভা ঘিরে বিজেপি সমর্থকদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। দলীয় পতাকা ও স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে সভাস্থল ও সংলগ্ন এলাকা। আসন্ন নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে এই সভা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মত বিশেষজ্ঞদের।

আগ্নেয়াস্ত্র সহ যুবক গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহের জেরে এক যুবককে গ্রেপ্তার করল কোচবিহারের সিতাই থানার পুলিশ। গত ৪ মার্চ বুধবার গভীর রাতে সিতাই থানার অন্তর্গত চামটা মহেশের পাঠ কালীমন্দির মোড় এলাকায় বিশেষ তল্লাশি অভিযানের সময় ওই যুবককে আটক করা হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ওই এলাকায় বিশেষ অভিযান চালায় সিতাই থানার পুলিশ। অভিযান চলাকালীন এক যুবককে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখে পুলিশ তাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। পরে তল্লাশি চালিয়ে তার কাছ থেকে একটি ওয়ান শুটার আগ্নেয়াস্ত্র এবং এক রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার করা হয়। ধৃত যুবকের নাম করুনা বর্মন। উদ্ধার হওয়া আগ্নেয়াস্ত্রের বৈধ কোনও কাগজপত্র তিনি দেখাতে না পারায় পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে সিতাই থানায় নিয়ে যায়। ঘটনার তদন্ত চলছে।

কোচবিহারে ‘পরিবর্তন যাত্রা’র সূচনা বিজেপির

১ মার্চ রাসমেলার মাঠে ‘পরিবর্তন যাত্রা’র সভামঞ্চে নিতিনের কঠোর বক্তব্য

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: তৃণমূল কংগ্রেসকে দুর্নীতিগ্রস্ত ও তোলাবাজির দল বলে কটাক্ষ করে রাজ্যে পরিবর্তনের ডাক দিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীন। গত ১ মার্চ রবিবার কোচবিহারের রাসমেলার মাঠে ‘পরিবর্তন যাত্রা’র সভামঞ্চে আনুষ্ঠানিকভাবে এই কর্মসূচির সূচনা করেন তিনি।

ঐদিন যাত্রার সূচনা হলেও সরাসরি যাত্রা শুরু হয়নি। দোল ও হোলির কথা মাথায় রেখে গত ৫ মার্চ কোচবিহারের রাসমেলার মাঠ থেকেই যাত্রা শুরু হয়। জেলার ছয়টি বিধানসভা এলাকা অতিক্রম করে ৬ মার্চ এই যাত্রা আলিপুরদুয়ারে পৌঁছায়। যাত্রাপথে বিভিন্ন স্থানে একাধিক জনসভা করে বিজেপি।

এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, রাজ্য পর্যবেক্ষক মঙ্গল পান্ডে, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক সহ দলের একাধিক বিধায়ক ও নেতা-কর্মী।

বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীনের কথায়, “পুরো বাংলায় এখন একটাই স্বর- ‘পরিবর্তন’। প্রায় পাঁচ হাজার কিলোমিটার জুড়ে এই যাত্রা বাংলার মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছাবে।” তিনি দাবি করেন, রাজ্যকে অনুপ্রবেশমুক্ত করা এবং একটি উন্নত বাংলা গড়ে তোলাই বিজেপির লক্ষ্য। পাশাপাশি নারী সুরক্ষা, সুশাসন এবং সিন্ডিকেট ও দুর্নীতির রাজনীতির অবসানের কথাও তুলে ধরেন তিনি।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে আক্রমণ করে নিতিন নবীন বলেন, ক্ষমতায় আসার আগে ‘মা-মাটি-মানুষ’-এর কথা বলা হলেও রাজ্যে নারী সুরক্ষা নেই। অভিযোগ, অনুপ্রবেশকারীদের প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে এবং এর ফলে বাংলার মানুষের অধিকার ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। তিনি আরও দাবি করেন, ইতিমধ্যেই পঞ্চাশ লক্ষের বেশি অনুপ্রবেশকারীর নাম কাটা হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও আরও অনুপ্রবেশকারীকে চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এদিন বিভিন্ন দুর্নীতির ইস্যু তুলে ধরেও রাজ্য সরকারকে আক্রমণ করেন বিজেপি সভাপতি। শিক্ষক নিয়োগ, এসএসসি, রেশন ও পুরসভা সংক্রান্ত দুর্নীতির প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি বলেন, “দুর্নীতি না থাকলে এক ডজন মন্ত্রী জেলে গেল কীভাবে?” পাশাপাশি পুলিশ প্রশাসনের অপব্যবহারের অভিযোগও তোলেন তিনি।

অন্যদিকে, বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের অভিযোগ, রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ‘সাত নম্বর ফর্ম’ জমা দিতে দেওয়া হচ্ছে না এবং পুলিশ তা বাজেয়াপ্ত করছে। মাথাভাঙা, শীতলকুচি সহ একাধিক এলাকায় এমন ঘটনা ঘটেছে বলে দাবি করেন তিনি। তাঁর হুঁশিয়ারি, “সাত নম্বর ফর্ম গ্রহণ না করলে পশ্চিমবঙ্গে ভোট করতে দেব না।”

বিজেপির এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে তৃণমূল। দলের কোচবিহার জেলা চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মণ বলেন, “বিজেপি বুঝে গিয়েছে পশ্চিমবঙ্গে তাদের ক্ষমতায় আসা সম্ভব নয়। তাই তারা এসব করছে।”

শীতের শেষে ও দোলযাত্রায় কোচবিহারের একাধিক স্থানে কীর্তনের আসর

১ নম্বর ছবিটি তুলেছেন রিয়া দত্ত
২ নম্বর ছবিটি শ্রীতমা ভট্টাচার্য্যর তোলা
৩ ও ৫ নম্বর ছবি তোলা হয়েছে দেবাশীষ চক্রবর্তীর ক্যামেরায়
৪ ও ৭ নম্বর ছবি তুলেছেন অনুপ্রভা রায়
৬ নম্বর ছবিতে রাসমেলার মাঠে ছোটদের ফ্রেমে বেঁধেছেন সৌমিক চক্রবর্তী

দোল-পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে কোচবিহারজুড়ে রঙ খেলার একাধিক আয়োজন।

শীতলকুচিতে বিধায়ককে ঘিরে বিক্ষোভ মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: কোচবিহারের শীতলকুচি বিধানসভার জোরপাটকিট এলাকায় বিজেপির কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে সরগরম জেলা রাজনীতি। বিজেপির অভিযোগ, তাদের বিধায়ক ও দুই নেতা-নেত্রীর উপর বিক্ষোভ ও হামলার ঘটনা ঘটেছে। যদিও তৃণমূল কংগ্রেস এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

বিগত ২৭ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার বিকেলে জোরপাটকিটে একটি দলীয় সভা ছিল। সেই কর্মসূচিতে যোগ দিতে যাওয়ার পথে বিজেপির জেলা সম্পাদক মুরারি কৃষ্ণ রায় ও সহ-সভানেত্রী সাবিত্রী বর্মণের গাড়িতে হামলা ও ভাঙচুর করা হয় বলে অভিযোগ। অভিযোগের তির শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের দিকে। এছাড়াও সভাস্থলে বিজেপি বিধায়ক বরেন বর্মণ পৌঁছালে তাঁকে ঘিরে ‘গো ব্যাক’ স্লোগান দেওয়া হয় বলেও দাবি বিজেপির। ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। খবর পেয়ে মাথাভাঙ্গা থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি, এই বিক্ষোভ কোনও রাজনৈতিক কর্মসূচি নয়, সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ। তাঁদের অভিযোগ, বিধায়ককে এলাকায় সচরাচর দেখা যায় না বলেই ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা বিক্ষোভ দেখিয়েছেন।

শুক্রবার কোচবিহার শহরে বিজেপি যুব মোর্চার একটি বাইক মিছিল ঘিরেও বিতর্ক তৈরি হয়। বিজেপির অভিযোগ, পুলিশ তাদের মিছিল আটকানোর চেষ্টা করে। বিজেপি নেতা বিরাজ বসু বলেন, ১ মার্চ বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীনের কোচবিহার আগমন উপলক্ষ্যে পরিবর্তন সভার প্রচারের জন্যই এই মিছিলের আয়োজন করা হয়েছিল। কোচবিহারবাসীকে সভার বার্তা পৌঁছে দিতেই তারা রাস্তায় নেমেছিলেন বলে দাবি বিজেপির।

পূর্বোত্তর
১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত
বর্ষ: ৩০, সংখ্যা: ০৫, কোচবিহার, শুক্রবার, ০৬ মার্চ- ১৯ মার্চ, ২০২৬

সম্পাদকের কলমে...

যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি: মানবতার অশ্রুসিক্ত ইতিহাস

যুদ্ধের পর যুদ্ধ! যেন কোথাও ছেদ-যতি চিহ্নটুকুও নেই। এবারে যুদ্ধে নেমেছে আমেরিকা, ইজরায়েল আর ইরান। আমরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে হাজার হাজার কিলোমিটার দূরে অবস্থান করছি। আপাতদৃষ্টিতে ওই যুদ্ধে আমরা কেউই ক্ষতিগ্রস্ত নই। কিন্তু বোমা বর্ষণ, সারিবদ্ধ মৃতদেহ আমাদের নাড়া দেয় প্রবলভাবে। যুদ্ধ, মানব সভ্যতার ইতিহাসে এক কালো অধ্যায়। এটি মানুষের অশান্তি, ভয় এবং ধ্বংসের প্রতীক। যুদ্ধ কেবল দেশ, জাতি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং এটি মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করে। যুদ্ধের প্রথম এবং সবচেয়ে বড় ক্ষতি হল মানুষের প্রাণহানি। লক্ষ লক্ষ মানুষ যুদ্ধের বলি হয়, যাদের মধ্যে অধিকাংশই নিরপরাধ নাগরিক। যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করা মানুষের পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের জীবন চিরতরে বদলে যায়। তাদের জীবনে নেমে আসে দুঃখ, কান্না আর অভাব। যুদ্ধের আরেকটি বড় ক্ষতি হল সম্পদের ধ্বংস। যুদ্ধে দেশের অবকাঠামো, শিল্প, কৃষি এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধ্বংস হয়ে যায়। এর ফলে দেশের অর্থনীতি ধ্বংস হয়ে যায় এবং মানুষের জীবনযাত্রার মান নেমে যায়। যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোতে দারিদ্র্য, ক্ষুধা এবং রোগের প্রাদুর্ভাব বেড়ে যায়। যুদ্ধের ক্ষতি কেবল যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং এটি বিশ্বব্যাপী প্রভাব ফেলে। যুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্র এবং গোলাবারুদ পরিবেশ দূষণ করে এবং এটি বিশ্বের নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ফেলে। তাই স্পষ্ট করে বলতে চাই, যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই।

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদক: সন্দীপন পন্ডিত
কার্যকরী সম্পাদক: দেবাশীষ চক্রবর্তী
সহকারী সম্পাদক: কঙ্কনা বালো মজুমদার, দুর্গাশ্রী মিত্র, শ্রীতমা ভট্টাচার্য্য, রাহুল রাউত
ডিজাইনিং ও গ্রাফিক্স: ভজন সূত্রধর, শ্রীতমা ভট্টাচার্য্য, সমরেশ বসাক,
বিজ্ঞাপন অধিকারিক: রাকেশ রায়
জনসংযোগ আধিকারিক: মিঠুন রায়

বেরঙের দহন ও চেতনার বসন্ত

বিবর্তনের সরণি বেয়ে দোল উৎসবের আমেজ ও গুরুত্ব

লাল, সবুজ আর গেরুয়ার চেনা ছক ছেড়ে ভারতীয়রা এবার এক নতুন রঙের খেলায় মেতে উঠেছে। ফাল্গুনী পূর্ণিমা মানেই রঙের জোয়ার, যাকে আমরা দোল বলি আর ভারতের অন্য প্রান্তে যা হোলি। এই 'হোলি' শব্দটি এসেছে 'হোলা' থেকে, যার আদি অর্থ ছিল ভালো ফসলের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানানো। কিন্তু আজকের ভারতে ফসলের সেই অন্নদাতারাই যখন লড়াই করছেন, তখন এই উৎসবের অর্থনৈতিক তাৎপর্য নতুন করে ভাবায়। উৎসব তখনই সার্থক হয়, যখন মানুষের ঘরে অন্নের সংস্থান থাকে।

পুরাণ বলে, অশুভ শক্তির বিনাশ আর শুভ শক্তির জয়ের প্রতীক হলো দোল। হিরণ্যকশিপুর বোন হোলিকা যখন ভক্ত প্রহ্লাদকে পোড়াতে গিয়ে নিজেই ভস্মীভূত হলেন, তখন থেকেই 'ন্যাড়াপোড়া'র শুরু। শুধু হোলিকা নয়, পুতনা রাক্ষসী বা মদনভস্মের কাহিনিও এই একই বার্তা দেয়। সমসাময়িক ভারতের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো এই অশুভ শক্তি বা বিভেদের বিষ থেকে দূরে থাকা। রাসায়নিক রঙের মতো রাজনীতির ময়দানেও আজ যে বিদ্বেষ ছড়ানো হচ্ছে, তা থেকে সমাজকে রক্ষা করা এখন সবচেয়ে জরুরি।

ইতিহাসের পাতায় নজর দিলে দেখা যায়, সপ্তম শতকে বাণভট্টের নাটক হোক বা মুঘল সম্রাট শাহ আলম ও নবাব সিরাজউদ্দৌলার দরবার, দোল কখনও কোনো ধর্মীয় গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ ছিল না। শ্রীচৈতন্যদেব বাংলায় ভক্তির রঙ এনেছিলেন, আর রবীন্দ্রনাথ ১৯২৫ সালে শান্তিনিকেতনে দোলকে দিয়েছিলেন এক শিল্পের মর্যাদা। কিন্তু আজকের মেরুকরণের যুগে সেই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ঐতিহ্য কি কোথাও ফিকে হয়ে যাচ্ছে না? লাল, সবুজ আর গেরুয়ার লড়াই ছাপিয়ে এখন আমাদের প্রয়োজন জাতীয় সংহতি ও প্রকৃত উন্নয়নের রঙ।

শহরের ফ্ল্যাট-কালচারে দোলের সেই পুরনো মাধুর্য আজ অনেকটাই ফিকে। কিন্তু মফঃস্বল ও গ্রামে আজও চাঁচরের আগুন জ্বলে ওঠে। সেই লেলিহান শিখা যেন কেবল শুকনো পাতা নয়, মানুষের মনের ঘৃণা আর ভেদাভেদকেও পুড়িয়ে খাক করে দেয়। সকালে শঙ্খধ্বনি, বাসন্তী শাড়ি আর সাদা পাঞ্জাবির সেই চিরাচরিত দৃশ্য আজও মফঃস্বলের সম্পদ। পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে গুরুজনদের প্রণাম করার যে রীতি, তা আমাদের সামাজিক ভীতকেই শক্ত করে।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দোলের গহরজানের ঠুমরির জায়গা নিয়েছে বলিউডের গান। তরুণ প্রজন্মের দোল এখন সেলফি আর রিসর্ট-ট্যুরিজমে বন্দি। তবে উৎসবের রূপ যাই হোক, তার মূল সুরটি হওয়া উচিত সম্প্রীতি ও ভালোবাসা। এই অতি-আধুনিক যুগে আমাদের অঙ্গীকার হোক একটি 'বিষমুক্ত দোল' গড়ে তোলা। ক্ষতিকর রাসায়নিক রঙ বর্জন করে যেমন শরীর বাঁচানো দরকার, তেমনই সমাজের কিছু অশুভ প্রভাব কাটিয়ে মনকেও কলুষমুক্ত করা প্রয়োজন। দোল যেন কেবল রঙের উৎসব না হয়ে, মানুষে-মানুষে ভেদাভেদ ভোলার মিলন উৎসবে পরিণত হয়।

আসলে দোল কেবল একটা দিন বা উৎসব নয়, এটি আমাদের সমাজ-শরীরের শুদ্ধিকরণের প্রক্রিয়া। ফাল্গুনের এই আগুন যখন জ্বলে ওঠে, তখন তা যেন আমাদের ভেতরের সমস্ত ক্ষুদ্রতা, স্বার্থপরতাকে ভস্মীভূত করে। আমরা যেন ভুলে না যাই, উৎসবের আসল সার্থকতা বাইরে হুল্লোড়ে নয়, বরং মানুষের সঙ্গে মানুষের অন্তরের যোগে।

পরিশেষে বলা যায়, লাল, সবুজ বা গেরুয়া রঙের এই রাজনৈতিক বিভাজন যেন আমাদের মৌলিক পরিচয়কে গ্রাস না করে। ২০২৬ সালের এই বসন্তে দাঁড়িয়ে আমাদের শপথ হোক একটাই আমরা ঘৃণা পোড়াবো, সম্প্রীতি গড়বো। সমাজ থেকে বিদ্বেষের 'রাসায়নিক' রঙ মুছে ফেলে সেখানে প্রকৃত উন্নয়ন ও জাতীয় সংহতির ভেষজ আবির ছড়িয়ে দেব।

মধুরিমা ভট্টাচার্য্য, দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী, কোচবিহার

দিল্লির প্যালেস্টাইন নীতিতে কি বদল? মোদির ইজরায়েল সফর ও গাজা প্রসঙ্গ

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সাম্প্রতিক ইজরায়েল সফর দেশটির দীর্ঘদিনের বিদেশনীতি নিয়ে নতুন করে বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। গত ২৫ ফেব্রুয়ারি ইজরায়েলের সংসদে (নেসেট) দেওয়া ভাষণে মোদি গাজায় চলতে থাকা মানবিক সংকট বা গণহত্যার অভিযোগ নিয়ে সরাসরি কোনো শব্দ উচ্চারণ না করায় দেশের ভেতরে এবং আন্তর্জাতিক মহলে সমালোচনার ঝড় উঠেছে।

হামাসকে নির্মূল করার নামে ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর নেতৃত্বে গাজায় যে ধ্বংসলীলা চলছে, তাকে অনেকেই আধুনিক ইতিহাসের এক বিরল নৃশংস বিষয় হিসেবে দেখছেন। গাজা আজ কার্যত এক ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে মোদি নেসেটে দাঁড়িয়ে ৭ অক্টোবরের হামাস হামলাকে 'বর্বর' বলে নিন্দা জানালেও, গাজায় নিহত হাজার হাজার বেসামরিক মানুষের প্রাণহানি নিয়ে নীরব রয়েছেন। যদিও তিনি জানিয়েছেন যে 'বেসামরিক নাগরিক হত্যা কোনোভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়', তবুও ইজরায়েলের প্রতি তাঁর 'দৃঢ় সমর্থন' এবং 'পূর্ণ প্রত্যয়' প্রকাশের ভঙ্গিটি দিল্লির প্রথাগত প্যালেস্টাইন নীতির বিচ্যুতি হিসেবেই দেখছেন বিশেষজ্ঞরা।

এই সফরের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো বাণিজ্যিক ও কৌশলগত নতুন সমীকরণ। একদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শান্তি পরিকল্পনার আড়ালে গাজা উপকূলকে পর্যটন কেন্দ্রে রূপান্তরের ব্যবসায়িক ছক কাজ করছে, অন্যদিকে ইজরায়েলের প্রতিরক্ষা সরঞ্জামের বৃহত্তম ক্রেতা হিসেবে ভারতের অবস্থান, সব মিলিয়ে এই 'বিশেষ সম্পর্ক' এখন অনন্য উচ্চতায় পৌঁছেছে। ২০২০ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে ভারত ইজরায়েল থেকে প্রায় ২০.৫ বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র কিনেছে।

তবে এই ঘনিষ্ঠতা নিয়ে ভারতের বিরোধী দলগুলো তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। কংগ্রেস সাংসদ ইমরান মাসুদ থেকে শুরু করে বামপন্থী নেতা এম এ বেবি সকলেই মোদির এই অবস্থানকে ভারতের ঔপনিবেশিকতা বিরোধী ঐতিহ্য এবং প্যালেস্টাইনের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের প্রতি 'বিশ্বাসঘাতকতা' বলে অভিহিত করেছেন। সমালোচকদের মতে, ভারত যখন একদিকে ওয়েস্ট ব্যাংকে ইজরায়েলি দখলদারির নিন্দা জানাচ্ছে, তখন প্রধানমন্ত্রীর এই ইজরায়েল তোষণ দিল্লির দ্বিচারিতাকেই স্পষ্ট করে।

ভারতের বিদেশনীতি কি তবে নৈতিকতার চেয়ে কৌশলগত ও ব্যবসায়িক স্বার্থকেই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে? প্যালেস্টাইন রাষ্ট্রটির অস্তিত্ব যখন সংকটে, তখন ভারতের এই মৌনতা আগামীর ভূ-রাজনীতিতে দিল্লির ভূমিকাকে বড়সড় প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিল বলে মনে করা হচ্ছে।

কলমে নিলাদ্রী বসাক, তুফানগঞ্জ

কবিতা

আলোর অপেক্ষায় আছি যেতে হবে!
হ্যাঁ, অনেক দূর যেতে হবে!
পথ যে বন্ধুর কিন্তু যেতে তো হবেই,
প্রকৃতির নিয়মে যেতে হবে তাই যেতে চাই
যেতে চাই পথে প্রাণ তৈরী করে
সবুজের সমাহারে নতুনের সৃষ্টি করতে।
নতুনের পথকে সুগম করতে।
যেতে চাই
কণ্টকাকীর্ণ পথের কাঁটা সরিয়ে দিতে দিতে।
যাতে প্রগতির পথ মসৃণ হয়,
তবেই তো যাওয়া সার্থকময়।

ঘামের জলে জমি ডোবে,
শস্য দানা পোকার গ্রাসে।
সাঁঝের বাতি হাওয়ায় নেভে,
ঘরণী চেয়ে বসে দুয়ারে।
রক্তের ফোঁটা গড়িয়ে নাঙলে,
ভাতের ধোঁয়া রাজধানীতে।
বন্ধ কূপের অন্ধকারে,
অগ্নি কুঁড়ি নিস্তব্ধে অঙ্গীকারে।
ভূমিকম্প গঞ্জের পদতলে,
ফাটল ধরবে রাজ পালঙ্কে?
সুপ্ত আগ্নেয়গিরি কথা বলবে ,
চারিদিকে দাবানল ছড়িয়ে।

নদীর বাঁকে হারায় বেলা,
স্মৃতির পাতায় রোদের খেলা।
আকাশ জুড়ে মেঘের ঘর,
কেউ আপন, কেউ বা পর।
শহর ঘোরে নিজের টানে,
কে আর কার খবর রাখে?
ব্যস্ত মানুষ ছুটছে দেখো,
স্বপ্ন জমা চোখের কোণে।
ফেলে আসা শৈশব আর,
বকুল তলার সেই ঘ্রাণ—
যান্ত্রিক এই কোলাহলে,
খুঁজে ফেরে এক চিলতে প্রাণ।
আবার না হয় নতুন ভোরে,
জাগবে শহর পাখির গানে—
মুছবে গ্লানি, হাসবে ধরণী,
ফিরবে জোয়ার মনের টানে।

যদি রাখো নিবিড়-আশ্রয়ে

আশ্রয় কি সবাই হতে পারে? আশ্রয় হয়ে ওঠা কি সহজ কথা? কলেজে পড়ার সময় স্যার (শুভেন্দু বিকাশ অধিকারী) একদিন হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, 'বনলতা সেন' পড়ে কি বুঝলে বলো। কি বলব! ভেবেচিন্তে বললাম নস্টালজিয়া। উনি বললেন, উঁহু, আশ্রয়। নস্টালজিয়া তে আশ্রয়। বিপন্নতার আশ্রয়।

আশ্রয়> HOME> NEST> ABODE, যাই বলো না তুমি, সে হয়ে ওঠা কি যেমন তেমন কথা? নিরুপদ্রব শৈশবে পিতামাতা আত্মীয়স্বজন ঘেরা বাড়িটিই জৈবিক আশ্রয় বটে, কিন্তু তার পরে? যখন বড় অথবা বুড়ো হচ্ছে কেউ? কতরকমের আশ্রয় প্রয়োজন তার। কে হতে পারে তেমন, যার কাছে সব ভার নামাতে পারা যায় নিশ্চিন্তে, নির্বিরোধে এক ঠাঁই করে?

আকাশছোঁয়া সেগুন গাছের শুকনো বাদামি পাতা যখন হাওয়ায় দুলতে দুলতে মাটির দিকে নামে, তখন কিছুটা সময় বাতাসের নিবিষ্ট দোলনায় তার আশ্রয় জোটে। তারপরে সেই দোল থেকে গিয়ে পড়ে মাটির কোলে। সেই তার পরিপাটি, ব্যাপক, না ফেরানো আশ্রয়। একসময় রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে মাটির সঙ্গে সেও হয়ে ওঠে আর এক নিবিড়তর আশ্রয়-স্তর। মধ্য দুপুরে ঘু ঘু পাখির ডাক অথবা ডাহুকের একপর্দার কুক কুক করে সঙ্গীকে আহ্বান, সেও কি পারস্পরিক আশ্রয় খোঁজার পরিপূরকতা নয়, দুপুর আর ঘু ঘু কিংবা ডাহুকের?

মাঝরাতে একলা নদীতে নৌকো ভাসে কেমন নিশ্চিন্তে, নির্ভারে! নৌকো জানে তেমন কোনো ঝড় তুফান না এলে তার দড়িদড়া ছিঁড়বে না। আর যদি আসেও, নদী ঠিক ডুবিয়ে ভাসিয়ে একাকার করে নেবে তাকে। নদীও জানে কতটুকু ঢেউ প্রয়োজন তার নৌকোকে ভাসিয়ে রাখতে।

কে থাকে? কে রাখে? 'রাখো রাখো রে জীবনে, জীবনবল্লভে প্রাণ মনে ধরি রাখো নিবিড় আনন্দ বন্ধনে'। জীবনে জীবন মিশিয়ে রাখো। 'সারাদিনের ক্লান্তি আমার সারাদিনের তৃষা' কোন ঘরে মেটে, কোন শান্তিজলে? সেই তো একাধারে সখা, বন্ধু, আশ্রয়, চিরদিনের চলার সাথি, চির আঁধারের দিশা! ক'জন জানে সেই হয়ে ওঠা? যে জানে, সে জানে। 'তুমি কিছু দিয়ে যাও মোরে, গোপনে', এই গোপন টুকুই আশ্রয় কোলাহলময় চারিদিকে। ভিতর বাইরের সব কুরূপ সুরূপ জেনে বুঝে নিয়ে এক পরম আশ্রয় আর আশ্রিতের সংযোগ ঘটে যেখানে, সেখানেই গৃহ, নীড়, তাই অস্তি, ভাতি, প্রিয়। 'হাত খানি ওই বাড়িয়ে আনো, দাও গো আমার হাতে ধরব তারে, ভরব তারে, রাখব তারে সাথে।' সব প্রিয় সব প্রয়োজন সূক্ষ্ম হতে হতে ওই একখানি হাতে এসে আশ্রয় করে। শূন্য থেকে এসে ভরে দাও, মিলিয়ে নিয়ে শূন্য করো সখা। পূর্ণ করো।

ইলোরা ভট্টাচার্য্য
শিক্ষিকা,
জ্যোৎস্নাময়ী বালিকা বিদ্যালয় (উঃ মাঃ),
শিলিগুড়ি

২৪-এ পা দিল 'খোলা চোখে'

কোচবিহারের বিশিষ্ট গবেষণাধর্মী জার্নাল 'খোলা চোখে' পদার্পণ করল ২৪তম বর্ষে। এই উপলক্ষে রবিবার শহরজুড়ে পদযাত্রা ও আনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে 'বাঙালি অস্মিতার জন্য হাঁটুন' এই আহ্বানে কোচবিহার জেলখানা মোড়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মূর্তিতে শ্রদ্ধা জানিয়ে একটি পদযাত্রা শুরু হয়, যা শেষ হয় কোচবিহার ফিল্ম সোসাইটি হলঘরে।

দ্বিতীয় পর্বে ফিল্ম সোসাইটি হলঘরে প্রদীপ প্রজ্বলন ও সংগীতশিল্পী চন্দনা বর্মনের উদ্বোধনী সংগীতের মাধ্যমে মূল অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। তারপর প্রকাশিত হয় জার্নালের ২৪তম সংখ্যা, যার মূল বিষয় 'বাঙালি অস্মিতা'। পত্রিকার সম্পাদক বিদ্যুৎ সরকারের স্বাগত ভাষণের পর বিশিষ্ট অতিথিরা তাঁদের বক্তব্য পেশ করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ড. রণজিৎ কুমার মিত্র, জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক শিবনাথ দে, কবি সুবীর সরকার, জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক সমর চন্দ্র মণ্ডল, সাংবাদিক গৌরহরি দাস এবং নাট্যব্যক্তিত্ব কল্যাণময় দাস। সদ্য প্রকাশিত সংখ্যাটি নিয়ে আলোচনা করেন ড. রণজিৎ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন দুর্গা চট্টোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে এক আকর্ষণীয় বিতর্ক সভা আয়োজিত হয়। বিতর্কের বিষয় ছিল 'বাঙালি অস্মিতা সাহিত্যে আর কাগজে কলমে রয়েছে, বাস্তবে নেই'।

উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতিতে 'ত্যারেয়া' ও 'রাখালসেবা'

ধূপগুড়ির দেবীডাঙ্গার ত্যারেয়া অনুষ্ঠানে কচিকাঁচা থেকে শুরু করে প্রবীণ- সকলের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ

ক্যালেন্ডারের পাতায় ফাল্গুনের ১৩ তারিখ মানেই উত্তরবঙ্গের রাজবংশী লোকসমাজে এক বিশেষ আনন্দের দিন। ত্যারেয়া (বা তেরেয়া) হলো রাজবংশী লোকসমাজের একটি অত্যন্ত প্রাচীন এবং কৃষি-নির্ভর লোক উৎসব। প্রতি বছরের মতো এবারও জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়িতে সাড়ম্বরে পালিত হলো প্রাচীন এই লোক-উৎসব যা 'রাখালসেবা' নামেও পরিচিত। শীতের রুক্ষতাকে বিদায় জানিয়ে বসন্তের নতুন প্রকৃতিকে বরণ করে নেওয়াই এই উৎসবের মূল ধারণা।

রাজবংশী কৃষিজীবী সমাজে 'ত্যারেয়া' মূলত একটি নারীকেন্দ্রিক লোকাচার। লোকবিশ্বাস অনুযায়ী, শীতের রুক্ষতা ও অশুভ শক্তিকে দূর করে গবাদিপশুর মঙ্গল কামনায় এই পূজা করা হয়। মহিলারা গোয়ালঘর পরিষ্কার করে তেপথি বা তিন রাস্তার মোড়ে গোবর স্থাপন করেন এবং 'ধুলপি' গাছ পুঁতে বিশেষ আচার পালন করেন। এই আচারের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল 'পিছনে না তাকানোর' লোকবিশ্বাস। এক কলসি জলে স্নান সেরে শীতকে বিদায় জানানোর এই রীতি উত্তরবঙ্গের জনজীবনে এক অনন্য স্থান দখল করে রয়েছে।

এই একই দিনে পালিত হয় 'রাখালসেবা'। রাখাল বালকেরা বাড়ি বাড়ি ঘুরে পুজোর সামগ্রী সংগ্রহ করে এবং মাঠে 'পিটুনি' পুঁতে পুজো করা হয়। এই উৎসবের অন্যতম বিশেষত্ব হল এর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি। রাজবংশী হিন্দু ও মুসলিম সমাজ মিলিতভাবে 'পাগলাপীর'-এর অনুষ্ঠান পালন করেন। মইষাল বা মহিষ পালকদের নতুন পোশাক দিয়ে সম্মান জানানো হয়। মালিক ও মইষালের একসঙ্গে উপবাস ভঙ্গ করার রীতি শ্রমের মর্যাদাকে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যায়।

জীবনকে দেখা 'অনুভূতির এপিটাফ থেকে'

পাঠ প্রতিক্রিয়া

লেখক: সৈকত দাম
পর্যালোচনা: পার্থ নিয়োগী

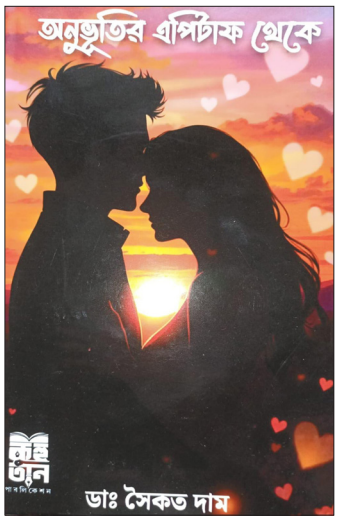

পেশায় সৈকত দাম একজন ব্যস্ত চিকিৎসক। সারাদিন রোগীদের নিয়ে থাকতে থাকতে তাঁর এতটুকুও ক্লান্তি নেই। কারণ রোগী, অসুখ, হাসপাতাল সবের মধ্যেই তিনি খুঁজে পান কবিতাকে। তাই ডাক্তারির পাশাপাশি প্রতিদিন কবিতা চর্চা করেন তিনি। মাঝেমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় পোষ্ট করেন তাঁর লেখা কবিতা। আর সেই কবিতাগুলি বেশ সমাদৃত হয়েছে। এরপর বিভিন্ন লিটিল ম্যাগাজিন, পত্রিকা থেকে আসতে থাকে কবিতা লেখার অনুরোধ। কবিতা তাঁর জীবনের এক প্রেম। তাই সেই লিটিল ম্যাগাজিন ও পত্রিকায় তিনি পাঠাতে শুরু করেন কবিতা। সেখান থেকেই কবি হিসেবে তাঁর পরিচিতি লাভ। আর বলা ভালো, পাঠকের অনুরোধেই প্রকাশ পেয়েছে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অনুভূতির এপিটাফ থেকে'।

প্রচ্ছদের ছবি দেখে মনে হতে পারে নারী-পুরুষের প্রেম নিয়েই এই কাব্যগ্রন্থ। কিন্তু আদপে তা নয়। আর মুখবন্ধ পড়লেই সেই ধারনা ভেঙে যায়। সুকান্তের কথা তুলে ধরে মুখবন্ধে নিজের উপলব্ধির কথা অসাধারণভাবে তুলে ধরেছেন কবি। কাব্যগ্রন্থে ঠাঁই পাওয়া মোট ৫০ টি কবিতাই উঠে এসেছে কবির গভীর ভাবনার অনুভূতি থেকে। সেটা কবিতাগুলি পড়লেই বোঝা যায়। 'প্রেমের নদী তৃষ্ণার্ত বুকে – তৃষ্ণা কি তবু মিটেছিল?' 'শেষ বসন্ত' কবিতায় যেন তিনি নিজেকেই নিজে এ প্রশ্ন করেছেন। বন্ধুত্ব আর প্রেমের সীমারেখাকে সুন্দরভাবে তিনি তুলে ধরেছেন। তবে 'নেশাতুর ভালোবাসা', 'দুরন্ত পিপাসায়' ও 'রেনকোট' কবিতায় উঠে এসেছে অনেক বিরহের উপলব্ধির কথা। রাঢ় বঙ্গের এক মেডিকেল কলেজে কবি ডাক্তারি পড়েছেন। সেসময় তিনি সেখানকার প্রান্তিক মানুষের জীবনকে খুব কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করেছেন। আর তা উঠে এসেছে তাঁর কবিতায়। এমনই একটা কবিতা হল 'পলাশের বাপ'। 'প্রিয় হবু প্রেমিকা, তবুও প্রেমিকা হতে পারোনি আমার, কেন জানো? কারণ ভালোবাসতে শিখতে হয়'। এক অসাধারণ অভিব্যক্তি কবির। আবার জীবনের খেলায় অন্যের চোখে নিজেকে জোকার হিসেবে দেখতেও তিনি অস্বীকার করেননি। এভাবেই চলার মধ্যে তিনি যে স্বপ্ন দেখেন তার প্রমাণ তিনি নিজেই দিয়েছেন- 'অনেক হয়েছে, এবার এসো, ছোটো ছোটো ঘর বাঁধি' লাইনের মধ্য দিয়ে। কবিতাগুলি বেশ সুখপাঠ্য। আশা করা যায়, ডাক্তার সৈকত দামের প্রথম কাব্যগ্রন্থ কিছুটা হলেও পাঠকের অনুভূতিকে নাড়া দেবে।

ভোটার তালিকা সংশোধন ঘিরে অবস্থান বিক্ষোভে কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিবেদন

মালদা: ভোটার তালিকা সংশোধনকে কেন্দ্র করে মালদা জুড়ে রাজনৈতিক উত্তেজনার আবহের মধ্যে অনির্দিষ্টকালের অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করল মালদা জেলা কংগ্রেস। অ্যাডজুডিকেশন তালিকায় থাকা বিপুল সংখ্যক ভোটারের নাম পুনর্বহাল এবং প্রকৃত ভোটারদের নাম বাদ না দেওয়ার দাবিতে গত ৫ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার থেকে এই আন্দোলন কর্মসূচি শুরু হয়েছে। বৃহস্পতিবার মালদা টাউনহল সংলগ্ন গান্ধী মূর্তির পাদদেশে কংগ্রেস নেত্রী মৌসম নূরের নেতৃত্বে জেলা কংগ্রেসের নেতা-কর্মীরা অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হন।

কংগ্রেসের দাবি, জেলায় অ্যাডজুডিকেশন তালিকায় থাকা মোট ৮ লক্ষ ২৮ হাজার ৮০ জন ভোটারকে পুনরায় ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং কোনও প্রকৃত ভোটারের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া চলবে না।

সূত্রের খবর, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত নতুন ভোটার তালিকা অনুযায়ী মালদা জেলায় মোট ভোটারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৯ লক্ষ ৮৬ হাজার ২০৩ জন। তবে সদ্য প্রকাশিত তালিকা থেকে মোট ২ লক্ষ ২০ হাজার ১৫৩ জন ভোটারের নাম বাদ পড়েছে। এর মধ্যে খসড়া তালিকায় বাদ পড়েছিল ২ লক্ষ ১ হাজার ৮৭৩ জনের নাম এবং পরবর্তীতে আরও ১৮ হাজার ২৮০ জনের নাম বাদ যায় বলে জানা গিয়েছে।

এছাড়াও জেলায় প্রায় ১০ লক্ষ ৩ হাজার ভোটার শুনানির নোটিশ পেয়েছিলেন। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, এর মধ্যে প্রায় সাড়ে ৬ হাজার ভোটার নির্ধারিত শুনানিতে উপস্থিত হননি।

এ প্রসঙ্গে এদিন মৌসম নূর জানান, দুই দফা দাবিকে সামনে রেখে এই অবস্থান বিক্ষোভ শুরু হয়েছে এবং দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া হবে। তিনি অভিযোগ করেন, দলের প্রাক্তন বিধায়ক মোস্তাকিন আলমের নামও অ্যাডজুডিকেশন তালিকায় উঠে এসেছে, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। তাঁর দাবি, একই ধরনের ঘটনা জেলায় আরও বহু ভোটারের ক্ষেত্রেই ঘটেছে। জেলা কংগ্রেস নেতৃত্বের বক্তব্য, প্রকৃত ভোটারদের অধিকার রক্ষার দাবিতে এই আন্দোলন চলবে এবং প্রয়োজনে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

পূজার্চনার মাধ্যমে ইসলামপুরে শুরু ‘পরিবর্তন যাত্রা’

নিজস্ব প্রতিবেদন

উত্তর দিনাজপুর: ৫ মার্চ বৃহস্পতিবার উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুরে পূজার্চনা ও প্রার্থনার মধ্য দিয়ে শুরু হল বিজেপির ‘পরিবর্তন যাত্রা’। এলাকার জোড়া বটতলা শিব ও কালী মন্দিরে পুজো দিয়ে এই কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক সূচনা করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সাবিত্রী ঠাকুর, রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ কার্তিক চন্দ্র পাল এবং রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ ও অভিনেত্রী রূপা গঙ্গোপাধ্যায়। পুজো দেওয়ার পর তাঁরা পরিবর্তন যাত্রার রথে আরোহণ করেন এবং উপস্থিত সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে শুভেচ্ছা জানান। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মালদা বিভাগের এই পরিবর্তন যাত্রা ইসলামপুর থেকে শুরু হয়ে গোয়ালপোখর, চাকুলিয়া, করণদিঘি, রায়গঞ্জ এবং বালুরঘাট হয়ে শেষ পর্যন্ত মালদায় পৌঁছাবে। পথে বিভিন্ন এলাকায় জনসংযোগ কর্মসূচি ও সভার আয়োজন করা হয়।

দোলযাত্রা উপলক্ষ্যে এদিন ইসলামপুরে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ দেখা যায়। সকাল থেকেই এলাকায় ভিড় জমতে শুরু করে এবং রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি হয়।

লোকো পাইলটদের তৎপরতায় মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচল গজরাজ

নিজস্ব প্রতিবেদন

আলিপুরদুয়ার: উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্সে রেললাইনে বন্যপ্রাণের মৃত্যু রুখতে আবারও ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন দুই রেলচালক। আলিপুরদুয়ার জেলার রাজাভাতখাওয়া স্টেশনের কাছে লোকো পাইলটদের উপস্থিত বুদ্ধি এবং অসীম ধৈর্যের কারণে একটি বিশালাকার দাঁতাল হাতি নিশ্চিত দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে।

গত শনিবার, ২৮ ফেব্রুয়ারি বিকেলে ধুবড়ি-শিলিগুড়ি ডেমু প্যাসেঞ্জার ট্রেনের (৭৫৭৪২ ডাউন) সামনে হঠাৎ হাতিটি চলে আসলেও চালকদের তৎপরতায় বড়সড় বিপদ এড়ানো সম্ভব হয়েছে।

রেল সূত্রে জানা গেছে, বিকেল ৩টে ৩০ মিনিট নাগাদ ট্রেনটি যখন রাজাভাতখাওয়া স্টেশনের ডাউন অ্যাডভান্স স্টার্টার সিগন্যালের কাছে পৌঁছায়, ঠিক তখনই জঙ্গল থেকে একটি পূর্ণবয়স্ক হাতিকে রেললাইন পার হতে দেখেন লোকো পাইলট মাধব বর্মন এবং সহকারী লোকো পাইলট সুব্রত দেবশর্মা।

ডুয়ার্সের এই রুটটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর হওয়ায় ট্রেনের গতি আগে থেকেই নিয়ন্ত্রিত ছিল। তা সত্ত্বেও বিপদ আঁচ করা মাত্রই বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে চালকরা এমার্জেন্সি ব্রেক কষে ট্রেনটিকে হাতির ঠিক কয়েক গজ দূরে থামিয়ে দেন। গজরাজ যতক্ষণ না সুস্থভাবে রেললাইন পেরিয়ে গভীর জঙ্গলে ফিরে গেছে, ততক্ষণ প্রায় পাঁচ মিনিট ট্রেনটিকে সেখানে স্থির অবস্থায় আটকে রাখা হয়। হাতিটি নিরাপদ দূরত্বে চলে যাওয়ার পরই পুনরায় ট্রেনটি গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। রেলের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা চালকদের এই পেশাদারিত্ব এবং বন্যপ্রাণের প্রতি মমত্ববোধকে বিশেষভাবে সাধুবাদ জানিয়েছেন। অতীতে এই রুটে একাধিক মর্মান্তিক দুর্ঘটনার নজির থাকলেও, বর্তমান সময়ে চালকদের এই ধরণের অতন্দ্র সতর্কতা প্রাণহানির ঘটনা অনেকটাই কমিয়ে এনেছে বলে মনে করছেন পরিবেশপ্রেমীরা।

হলং বনবাংলোর প্রত্যাবর্তন

নিজস্ব প্রতিবেদন

মাদারিহাট: পর্যটকদের কাছে ডুয়ার্সের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ, জলদাপাড়ার সেই ঐতিহাসিক হলং বনবাংলো আবার তার পুরনো মহিমায় ফিরতে চলেছে। বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হওয়ার দীর্ঘ ২১ মাস পর, অবশেষে বুধবার মুখ্যমন্ত্রী ভার্চুয়ালি এই বাংলোটি পুনর্নির্মাণের কাজের শিলান্যাস করেছেন। ভবানীপুরে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠান থেকে বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ এই প্রকল্পের সূচনা করেন তিনি।

জলদাপাড়া অভয়ারণ্যের গভীরে অবস্থিত এই বাংলোটি নতুন করে গড়ে তোলার জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ৩ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই নির্মাণের প্রাথমিক প্রস্তুতি হিসেবে ঠিকাদার সংস্থা পুরনো এলাকাটি টিন দিয়ে ঘিরে ফেলেছে এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। জলদাপাড়ার বিভাগীয় বনাধিকারিক পারভিন কাশোয়ান জানিয়েছেন, “সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী দেড় বছরের মধ্যেই কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যাবে এবং পর্যটকদের জন্য বাংলোটি খুলে দেওয়া সম্ভব হবে।”

বন দপ্তর সূত্রে খবর, নতুন বাংলোটি দেখতে হুবহু আগের মতো হলেও এর পরিকাঠামোয় বড়সড় পরিবর্তন আনা হচ্ছে। আগুনের হাত থেকে রক্ষা করতে এবারের নির্মাণে কাঠের পাশাপাশি উন্নতমানের কংক্রিট ও অগ্নিনিরোধক উপকরণের ব্যবহার করা হবে। খুশির হাওয়া জলদাপাড়া ট্যুরিস্ট গাইড ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনে। জিপসি মালিক এবং পর্যটন ব্যবসায়ীদের মতে, বাংলোর টানেই পর্যটকরা জলদাপাড়ায় ভিড় জমান, তাই এটি চালু হলে উত্তরবঙ্গের পর্যটন শিল্পে আবার জোয়ার আসবে।

আলিপুরদুয়ারে পথদুর্ঘটনায় মৃত ৪ চা শ্রমিক

নিজস্ব প্রতিবেদন

আলিপুরদুয়ার: ২৮ ফেব্রুয়ারি শনিবার সকাল সাতটায় আলিপুরদুয়ারের হাসিমারা এলাকায় ঘটে গেল ভয়াবহ পথদুর্ঘটনা। এশিয়ান হাইওয়ে ২-এ দ্রুতগতি সম্পন্ন একটি গাড়ির ধাক্কায় নিহত হন চারজন মহিলা চা শ্রমিক। গুরুতর আহত হয়েছেন আরও তিনজন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, কালচিনি ব্লকের বন্ধ হওয়া ভার্নাবাড়ি চা বাগানের কয়েকজন মহিলা শ্রমিক রোজকার মতো সকালে পাশের ‘বিচ’ চা বাগানে কাজ করতে যাচ্ছিলেন। তাঁরা সাইকেল ও পায়ে হেঁটে হাইওয়ে পার হচ্ছিলেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, জয়গাঁ অভিমুখে যাওয়ার সময় আচমকাই একটি দ্রুতগতির গাড়ি তাঁদের সাইকেলের পেছন থেকে ধাক্কা মারে। ধাক্কার জেরে শ্রমিকরা রাস্তায় ছিটকে পড়েন এবং কয়েকজন গাড়ির চাকার নিচে পিষ্ট হন।

স্থানীয়রা দ্রুত আহতদের উদ্ধার করে লতাবাড়ি ব্লক হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চারজনকে মৃত ঘোষণা করা হয়। ঘটনায় মৃত পুষ্পা দর্জি, বেরথা খরিয়া, রজনী বারলা এবং আগস্টিনা মন্ডা। গুরুতর আহত তিনজনকে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে এবং তাঁদের চিকিৎসা চলছে।

ঘটনার জেরে তীব্র উত্তেজনা সৃষ্টি হয় এলাকায়। ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে পুলিশ। তদন্ত চলছে।

বিজেপির রথে হামলার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: বিজেপির ‘পরিবর্তন যাত্রা’র রথকে কেন্দ্র করে তৃণমূল ও বিজেপির দ্বন্দ্বে উত্তপ্ত হয়ে উঠল কোচবিহার। ৪ মার্চ কোচবিহার উত্তর বিধানসভার মহিষবাথানে রথ ভাঙচুর ও হামলার অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশকে হস্তক্ষেপ করতে হয়। ৫ মার্চ রথটি পুন্ডিবাড়ি হয়ে মাথাভাঙায় পৌঁছালে রাজনৈতিক তরজা চরমে ওঠে। পুন্ডিবাড়ির জনসভা থেকে প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক তৃণমূলকে তীব্র কটাক্ষ করে বলেন, “তৃণমূল কোনো রাজনৈতিক দল নয়, এটি একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান যেখানে দুষ্কৃতীরা আশ্রয় নিয়েছে।” এর পাল্টা জবাবে কোচবিহার জেলা তৃণমূল সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক বলেন, “কোচবিহারে মদনমোহন দেবের রথ ছাড়া আর কোনো রথ নেই। বিজেপি গ্রাম বাংলায় কেবল সাম্প্রদায়িকতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদ ছড়াতে চাইছে।” ঐদিন গোলকগঞ্জের সভায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন প্রসাদও অংশ নেন।

শীতলকুচির মেলায় ধর্ম ও সংস্কৃতির মেল

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: পাঁচ দিনব্যাপী বিশেষ ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক মেলা আয়োজন করেছে শীতলকুচির মহিষমুড়ি ঠুটাপাগড়ি দেবদেবীর হাট ধর্মাচরণ কমিটি। এবছর এই মেলার হীরক জয়ন্তী বর্ষ। এবারের আয়োজন আরও জাকজমকপূর্ণ হবে বলে জানিয়েছে মেলা কমিটি। ১৭ মার্চ থেকে মেলা শুরু হবে।

দীর্ঘ ৭৪ বছরের ঐতিহ্য বহন করে চলা ওই মেলার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ সীমান্ত সংলগ্ন ধরলা নদী-তে পুণ্যস্নান। কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিশেষ পূজা, আরতি, প্রসাদ বিতরণসহ নানা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও থাকছে একাধিক আকর্ষণ। তরুণদের বাড়তি আকর্ষণের কেন্দ্রে এখন সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সাররা। বিশেষ অতিথি হিসেবে এবছর মেলায় উপস্থিত হবেন জনপ্রিয় ইউটিউবার প্রীতম রায়।

এছাড়াও, মেলা শেষের আগের দুই দিন যাত্রাপালা হবে। মেলা প্রাঙ্গণে বসবে নাগরদোলা, ডিস্কো ও ড্রাগন রাইড সহ একাধিক বিনোদনের ব্যবস্থা। থাকবে স্থানীয় হস্তশিল্প, মিষ্টি ও খাবারের স্টল। মন্দির কমিটির সভাপতি তারিণী মোহন বর্মন জানান, ৭৫ বছরে পদার্পণ তাঁদের কাছে গর্বের বিষয়। এবছর দর্শনার্থীদের নিরাপত্তা ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন সম্পাদক শান্ত বর্মন ও কোষাধ্যক্ষ সন্তোষ বর্মন। সীমান্তবর্তী এলাকা বলে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স জওয়ানদের কড়া নজরদারি থাকছে। যে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকেও নেওয়া হয়েছে বিশেষ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা।

জলপাইগুড়িতে আলুর বন্ড বিতরণ নিয়ে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদন

জলপাইগুড়ি: নতুন মরশুমে আলু সংরক্ষণের জন্য বন্ড সংগ্রহকে কেন্দ্র করে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি শনিবার জলপাইগুড়িতে চরম উত্তেজনা দেখা দেয়। সদর ব্লকের বাহাদুর হিমঘরের সামনে শতাধিক কৃষক দীর্ঘ লাইন ধরে দাঁড়ান।

স্থানীয় কৃষকদের অভিযোগ, বন্ড পাওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা এবং দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার কারণে হঠাৎ হুড়োহুড়ি শুরু হয়। পরিস্থিতি সামলাতে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছালেও কিছুক্ষণের জন্য কৃষক ও পুলিশের মধ্যে ধস্তাধস্তির ঘটনাও ঘটে।

প্রায় একসময় লাইন ভেঙে শতাধিক কৃষক হিমঘরের ভিতরে ঢুকে পড়েন। এই বিশৃঙ্খলা ঠেকাতে হিমঘর কর্তৃপক্ষ সাময়িকভাবে বন্ড বিতরণ বন্ধ করে। এরপর ক্ষুব্ধ কৃষকরা প্রতিবাদে রাস্তায় নামেন এবং যান চলাচল ব্যাহত হয়। কৃষকেরা দাবি করেছেন, পর্যাপ্ত বন্ডের ব্যবস্থা ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়া নিশ্চিত না হলে আগামী দিনে বড় আন্দোলনের পথে হাঁটবেন তাঁরা।

ইন্ডিয়ান ওপেন থ্রোয়ে সুযোগ পেল মালদার মিষ্টি

নিজস্ব প্রতিবেদন

মালদা: অভাবকে জয় করে এবার জাতীয় স্তরে জায়গা করে নিল মালদার প্রতিভাবান জ্যাভলিন থ্রোয়ার মিষ্টি কর্মকার। এশিয়ান যুব গেমসে সপ্তম স্থানে শেষ করলেও থেমে থাকেনি তার লড়াই। নিয়মিত অনুশীলন চালিয়ে যাওয়ার পর এবার নতুন সুযোগ এসেছে তার সামনে। আগামী ৭ ও ৮ মার্চ পাঞ্জাবের পাতিয়ালায় অনুষ্ঠিতব্য চতুর্থ ইন্ডিয়ান ওপেন থ্রোস কম্পিটিশনের অনূর্ধ্ব-১৮ বিভাগে অংশ নেবে মিষ্টি।

সেখানে খেলতে যাওয়ার সমস্ত খরচ বহন করছে জেলা ক্রীড়া সংস্থা। মিষ্টির বাবা সঞ্জয় কর্মকার রেলের হকার। পরিবার আর্থিকভাবে দুর্বল হওয়ায় প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া থেকে শুরু করে খেলাধুলার সরঞ্জাম কেনা সবকিছুই ছিল বড় চ্যালেঞ্জ। পরিবারের পক্ষে এত খরচ বহন করা প্রায় অসম্ভব হলেও মিষ্টির প্রতিভা দেখে পাশে দাঁড়িয়েছে জেলা ক্রীড়া সংস্থা।

ছোটবেলা থেকেই জ্যাভলিনে পারদর্শী মিষ্টি গত বছর ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল গেমসে সোনা জয়ের পরই তার সামনে খুলে যায় বড় মঞ্চের দরজা। সেই সাফল্যের সূত্রেই সুযোগ মেলে এশিয়ান যুব গেমসে অংশ নেওয়ার। যদিও সেখানে সপ্তম স্থানে শেষ করতে হয়েছিল তাকে। তবুও জাতীয় ও রাজ্যস্তরের একাধিক পদক ইতিমধ্যেই রয়েছে তার ঝুলিতে।

চলতি বছর মাধ্যমিক পরীক্ষাও দিয়েছে মিষ্টি। পাশাপাশি নিয়মিত প্রশিক্ষণ নিচ্ছে কলকাতার সাই ক্যাম্পে। গত কয়েক বছর ধরেই সেখানেই অনুশীলন করছে সে।

মিষ্টির লক্ষ্য অবশ্য আরও বড়। তার কথায়, "আমার লক্ষ্য অলিম্পিক্স। দেশের হয়ে সোনা জিততে চাই। সেই লক্ষ্য নিয়েই আমি এগিয়ে চলেছি।"

মিষ্টির ছোটবেলার কোচ অসিত পাল বলেন, "ছোটবেলা থেকেই জ্যাভলিনে অসাধারণ প্রতিভা ছিল মিষ্টির। নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সে লড়াই করে যাচ্ছে। ভবিষ্যতে সে আরও ভালো ফল করবে বলেই আশা করছি।"

সমাপ্ত কোচবিহার আন্তঃক্লাব ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

দেবাশীষ চক্রবর্তী

কোচবিহার: গত ২ মার্চ সোমবার সমাপ্ত হল কোচবিহারের ৭৭তম জেলা আন্তঃক্লাব বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। দুই দিনব্যাপী এই প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে জেলার ক্রীড়ামহলে ছিল ব্যাপক উন্মাদনা। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত ক্রীড়াবিদদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ প্রতিযোগিতায় অন্য মাত্রা যোগ করে। এবারের প্রতিযোগিতায় সুরেন্দ্রনাথ বসু মেমোরিয়াল চ্যাম্পিয়ন ট্রফি জয় করে কোচবিহার মৈত্রী সংঘ ক্লাব। তারা মোট ২২২ পয়েন্ট সংগ্রহ করে জয়ের শিরোপা জিতে নেয়। অন্যদিকে, শশধর রায় মেমোরিয়াল রানার্স আপ ট্রফি অর্জন করে সংহতি ক্লাব। তাদের মোট সংগ্রহ ১০১ পয়েন্ট।

জেলার চারটি মহকুমা সহ মোট ১৫টি অনুমোদিত সংস্থা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। দুই দিনে মোট ৯৩টি ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন বিভাগ মিলিয়ে সর্বমোট ৪২২ জন প্রতিযোগী ক্রীড়া দক্ষতার প্রদর্শন করেন।

প্রতিযোগিতাস্থলে ক্রীড়াপ্রেমী দর্শকদের উপস্থিতিও ছিল চোখে পড়ার মতো। জেলার ক্রীড়া সংস্কৃতিকে আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে গেল এই প্রতিযোগিতা।

ভলিবলে চ্যাম্পিয়ন জিটিএসসি

নিজস্ব প্রতিবেদন

শিলিগুড়ি: গত ২৮ ফেব্রুয়ারি শনিবার মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত ৮ দলীয় অসিত রায়, জয়শ্রী গুপ্তা ও শান্তিরঞ্জন সাহা ট্রফি ভলিবল লিগের ফাইনালে বাঘাযতীন অ্যাথলেটিক ক্লাবকে ২৫-২২ ও ২৫-২৩ পয়েন্টে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হল জিটিএসসি।

কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনের মেলা প্রাঙ্গণে আয়োজিত এই ম্যাচের সেরা প্লেয়ার হন জিটিএসসির মহম্মদ শাহরুখ। পুরো প্রতিযোগিতার সেরা প্লেয়ার হলেন বাঘাযতীন অ্যাথলেটিক ক্লাবের মহম্মদ আমন। ফেয়ার প্লে ট্রফি জিতে নেয় শিলিগুড়ি উল্কা ক্লাব। বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দিলেন পশ্চিমবঙ্গ ভলিবল সংস্থার সদস্য শুভ্র দে। উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সহ-সভাপতি রবিন মজুমদার ও প্রবীর মণ্ডল, ভলিবল সচিব রাজেশ দেবনাথ এবং ট্রফি ডোনার অরুণ রায় সহ অন্যান্যরা।

প্রিমিয়ার লিগে আলমের জয়

নিজস্ব প্রতিবেদন

ক্রান্তি: গত ১ মার্চ রবিবার ক্রান্তি ক্রিকেট লাভার্স আয়োজিত ক্রান্তি প্লাস্টিক প্রিমিয়ার লিগে আলম মোটরস ১৮ রানে পরাজিত করল ক্রান্তি নাইট রাইডার্সকে। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে আলম মোটরস ৯.৪ ওভারে ১১৫ রানে অলআউট হয়। দলের হয়ে দুরন্ত ইনিংস খেলেন আমিনুর ইসলাম। তিনি ৬৪ রান করে ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হন। বল হাতে ক্রান্তি নাইট রাইডার্সের হয়ে মহম্মদ সাহিল ৪টি এবং অখিল বণিক ৩টি উইকেট দখল করেন। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ক্রান্তি নাইট রাইডার্স ১০ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে ৯৭ রানেই থেমে যায়। দলের হয়ে সায়ন সরকার ২৪ রান করেন। আলম মোটরসের আনসারুল হক ২টি উইকেট নেন।

জেলা প্রতিযোগিতার ঘোষণায় কোচবিহার ডিস্ট্রিক্ট যোগ স্পোর্টস

দেবাশীষ চক্রবর্তী

কোচবিহার: যোগ ব্যায়ামের প্রসার ও আগামী কর্মসূচি তুলে ধরতে গত ২ মার্চ সোমবার কোচবিহার ডিস্ট্রিক্ট যোগ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে কোচবিহার সাব ডিভিশনাল প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক বৈঠকের আয়োজন করা হয়। এদিন সংগঠনের আসন্ন জেলা স্তরের প্রতিযোগিতা ও বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরা হয়।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি, সম্পাদকসহ অন্যান্য পদাধিকারীরা। জেলার বিভিন্ন স্কুল ও ক্লাবকে সঙ্গে নিয়ে বৃহত্তর পরিসরে যোগ ব্যায়ামের প্রসার ঘটানোই তাঁদের প্রধান লক্ষ্য বলে জানান উদ্যোক্তারা। বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের মধ্যে যোগব্যায়ামের প্রতি আগ্রহ বাড়াতে নিয়মিত প্রশিক্ষণ শিবির, কর্মশালা ও প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে বলে জানান তাঁরা।

সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, খুব শীঘ্রই জেলা স্তরের একটি বড় যোগ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। জেলার বিভিন্ন ব্লক থেকে প্রতিযোগীরা এতে অংশ নেবেন। পাশাপাশি রাজ্য ও জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় জেলার প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতেও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে দাবি সংগঠনের কর্তাদের।

বৈঠকের শেষে সংগঠনের কর্মকর্তারা জেলার ক্রীড়াপ্রেমী মানুষজন ও প্রশাসনের সহযোগিতা কামনা করেন। তাঁদের মতে, নিয়মিত যোগব্যায়াম সুস্থ জীবনযাপনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম এবং এর প্রসার ঘটাতে সকলের সম্মিলিত উদ্যোগ প্রয়োজন।

নকশালবাড়ি প্রিমিয়ার লিগে জোড়া জয় পেল স্কাই ওয়ারিয়র্স

নিজস্ব প্রতিবেদন

নকশালবাড়ি: গত ২৮ ফেব্রুয়ারি শনিবার নকশালবাড়ি প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখাল স্কাই ওয়ারিয়র্স। পরপর দুটি ম্যাচ জিতে নিজেদের অবস্থান ধরে রাখল তারা।

প্রথম ম্যাচে স্কাই ওয়ারিয়র্স ৫ উইকেটে হারায় এমএসসিসি ফরবেশগঞ্জকে। টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে এমএসসিসি নির্ধারিত ১২ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে ১৩৯ রান তোলে। লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে স্কাই ওয়ারিয়র্স মাত্র ১০ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ১৪১ রান তুলে ম্যাচ জিতে নেয়। এই ম্যাচে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের জন্য ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হন পাপ্পি লুভানা। এরপর দ্বিতীয় ম্যাচেও জয় ধরে রাখে স্কাই ওয়ারিয়র্স। পাটনার মিশ্রা ইলেভেনের বিরুদ্ধে ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করে মিশ্রা ইলেভেন ১০ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে ১২১ রান সংগ্রহ করে। জবাবে স্কাই ওয়ারিয়র্স ৯ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে ১২৬ রান তুলে সহজ জয় নিশ্চিত করে। এই ম্যাচের সেরা হন লোকেশ চাইনা।

বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডকে হারিয়ে ফাইনালে ভারত, নায়ক সঞ্জু-অক্ষর

নজর এখন আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে ফাইনালের দিকে

নিজস্ব প্রতিবেদন

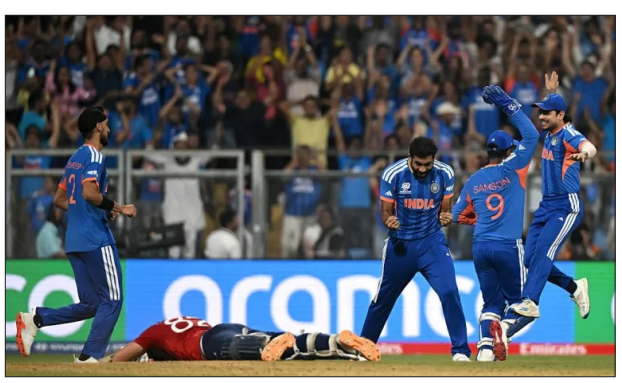

মুম্বই: মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে এক রুদ্ধশ্বাস সেমিফাইনালের সাক্ষী থাকল ক্রিকেট জগৎ। হাই-স্কোরিং থ্রিলারে ইংল্যান্ডকে ৭ রানে হারিয়ে ২০২৬ আইসিসি মেনস টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে প্রবেশ করল ভারত। ৫ মার্চ, বৃহস্পতিবারের এই ম্যাচে দুই দল মিলিয়ে মোট ৪৯৯ রান ওঠে, যা মেনস টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ইতিহাসে এক ম্যাচে সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড। আগামী রবিবার আহমেদাবাদে শিরোপা জয়ের লক্ষ্যে নিউজিল্যান্ডের মুখোমুখি হবে টিম ইন্ডিয়া। বর্তমান চ্যাম্পিয়ন হিসেবে টানা দ্বিতীয়বার এবং সব মিলিয়ে তৃতীয়বার বিশ্বখেতাব জিতে ইতিহাস গড়ার হাতছানি এখন ভারতের সামনে।

ম্যাচের শুরুতেই টসে হেরে ব্যাট করতে নেমে সঞ্জু স্যামসনের বিধ্বংসী ব্যাটিং ভারতকে ২৫৩/৭ রানের পাহাড়সম পুঁজি এনে দেয়। টুর্নামেন্টের শুরুতে একাদশে সুযোগ না পেলেও, নক-আউট পর্বে নিজের দক্ষতা চেনালেন সঞ্জু। মাত্র ৪২ বলে ৮৯ রানের এক চোখধাঁধানো ইনিংস খেলেন তিনি, যাতে ছিল ৮টি চার ও ৭টি ছক্কা। তাঁকে যোগ্য সঙ্গ দেন ইশান কিষাণ (৩৯), শিবম দুবে (৪৩) এবং হার্দিক পান্ডিয়া (২৭)। ভারতীয় ব্যাটারদের দাপটে জফরা আর্চার ৪ ওভারে ৬১ রান খরচ করেন। পুরো ইনিংসে ভারত মোট ১৯টি ছক্কা হাঁকায়।

ইংল্যান্ডও দমে যায়নি। ২৫৪ রানের রেকর্ড লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে তারা ২৪৬/৭ রানে থেমে যায়। জস বাটলার (২৫) এবং ফিল সল্ট দ্রুত ফিরলেও জ্যাকব বেথেল একাই লড়াই চালিয়ে যান। মাত্র ৪৮ বলে ১০৫ রানের এক অবিশ্বাস্য শতরান করে তিনি ম্যাচটি শেষ ওভার পর্যন্ত টেনে নিয়ে যান। তবে জাসপ্রীত বুমরাহর নিয়ন্ত্রিত বোলিং এবং অক্ষর প্যাটেলের অসাধারণ ফিল্ডিং ভারতের জয় নিশ্চিত করে। বিশেষ করে অক্ষর প্যাটেল ও শিবম দুবের একটি দর্শনীয় 'রিলে ক্যাচ' উইল জ্যাকসকে প্যাভিলিয়নে পাঠিয়ে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। শেষ পর্যন্ত তীরে এসে তরী ডোবে ইংল্যান্ডের। দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ের জন্য সঞ্জু স্যামসন ম্যাচসেরার পুরস্কার জেতেন। স্বাগতিক দল হিসেবে প্রথমবার বিশ্বকাপ জেতার পথে ভারত এখন মাত্র এক ধাপ দূরে।

হোলির আগে ক্যান্সার নিয়ে সতর্কবার্তা জারিতে তৎপর শিলিগুড়ির মণিপাল হসপিটাল

শিলিগুড়ি: রঙের উৎসব হোলি যখন দরজায় কড়া নাড়ছে, তখন ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীদের বিশেষ করে যারা রেডিয়েশন থেরাপির মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন, তাদের জন্য বিশেষ স্বাস্থ্য নির্দেশিকা জারি করল শিলিগুড়ির রাঙাপানির মণিপাল হসপিটাল।

হাসপাতালের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, থেরাপি চলাকালীন বা চিকিৎসা পরবর্তী সময়ে রোগীদের ত্বক অত্যন্ত সংবেদনশীল থাকে, তাই হোলির দিন অসতর্ক হলে বড় বিপত্তি হতে পারে।

রেডিয়েশন থেরাপির ফলে আক্রান্ত স্থানের ত্বক অত্যন্ত পাতলা ও কোমল হয়ে পড়ে। মণিপাল হসপিটালের রেডিয়েশন অনকোলজি বিভাগের অ্যাসোসিয়েট কনসালটেন্ট ডা. পৃথ্বীজিৎ মৈত্র বলেন, "রেডিয়েশন ত্বককে অত্যন্ত সংবেদনশীল করে তোলে। তাই উৎসবের আনন্দ উপভোগ করার সময় রোগীদের রাসায়নিক রঙের ব্যবহার থেকে সম্পূর্ণ দূরে থাকা উচিত। বিশেষ করে চিকিৎসাধীন স্থানে নির্ধারিত মলম ছাড়া অন্য কিছু লাগানো যাবে না।" ফুসফুসের ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীদের জন্য গুঁড়ো রং বা আবির অত্যন্ত বিপজ্জনক হতে পারে, কারণ তা শ্বাসকষ্ট বা অ্যালার্জির সমস্যা বাড়িয়ে দেয়।

হাসপাতালের পক্ষ থেকে রোগীদের প্রাকৃতিক রং ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে এবং খাদ্যাভ্যাসের ক্ষেত্রেও সতর্কতা অবলম্বনের কথা বলা হয়েছে। যেহেতু চিকিৎসার কারণে রোগীদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়, তাই বাইরের খাবার এবং মাদকদ্রব্য যেমন অ্যালকোহল বা ভাঙ থেকে দূরে থাকাই শ্রেয়।

মণিপাল হসপিটালের কর্তৃপক্ষ সকল রোগীকে উৎসবে যোগ দেওয়ার আগে তাদের অনকোলজিস্টের পরামর্শ নেওয়ার অনুরোধও জানিয়েছে। উল্লেখ্য, মণিপাল হসপিটালস গ্রুপ ভারতের অন্যতম শীর্ষ স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা, যারা গুণগত মান ও উন্নত চিকিৎসার জন্য দেশজুড়ে পরিচিত।

আইসিআইসিআই প্রুডেনশিয়াল-এর নতুন ইনডেক্স ফান্ড লঞ্চ

শিলিগুড়ি: আইসিআইসিআই প্রুডেনশিয়াল লাইফ ইন্স্যুরেন্স তাদের ইউনিট লিঙ্কড ইন্স্যুরেন্স প্ল্যান-এর অধীনে 'ডিভিডেন্ড লিডার্স ৫০ ইনডেক্স ফান্ড' লঞ্চ করেছে। আইসিআইসিআই প্রুডেনশিয়াল লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের চিফ ইনভেস্টমেন্ট অফিসার মি. মণীশ কুমার বলেন, "ডিভিডেন্ড লিডার্স ৫০ ইনডেক্স ফান্ড গ্রাহকদের ধারাবাহিকভাবে লাভের রেকর্ড রয়েছে এমন মৌলিক ও মজবুত কোম্পানিতে বিনিয়োগের সুযোগ দেবে। এর মাধ্যমে ইক্যুইটি মার্কেটে অংশগ্রহণের একটি সুশৃঙ্খল এবং স্বচ্ছ উপায় পাওয়া যাবে।"

ফান্ডের কৌশলটি চারটি স্তম্ভের ওপর ভিত্তি করে তৈরি, যার মধ্যে রয়েছে লভ্যাংশ প্রদানের ওপর ভিত্তি করে স্টক নির্বাচন, শক্তিশালী আর্থিক অবস্থা এবং স্থিতিশীল নগদ প্রবাহের লক্ষ্যে গুণমান যাচাই, একাধিক সেক্টর জুড়ে বৈচিত্র্যকরণ এবং পর্যায়ক্রমিক পর্যালোচনা ও রিব্যালেন্সিং-সহ একটি স্বচ্ছ, নিয়ম-ভিত্তিক এবং সুশৃঙ্খল বিনিয়োগ প্রক্রিয়া। এই নতুন ফান্ডটি গ্রাহকদের আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বিনিয়োগ ধরে রাখতে সাহায্য করবে। গ্রাহকরা জানবেন তাদের পোর্টফোলিও আর্থিকভাবে শক্তিশালী এবং পরীক্ষিত কোম্পানির সঙ্গেই রয়েছে। এই ফান্ডটি 'বিএসই ৫০০ ডিভিডেন্ট লিডারস ৫০ ইনডেক্স' অনুসরণ করে, যা বিএসই ৫০০ তালিকা থেকে নির্বাচিত এমন ৫০টি কোম্পানির পারফরম্যান্স ট্র্যাক করে যারা গত ১০ বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে লাভের খাতায় রয়েছে। এই সূচকটি ৫০টি উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত এবং প্রতি বছর এটি রিব্যালেন্স করা হয়। এই ফান্ডের মাধ্যমে গ্রাহকদের এমন কোম্পানিগুলোতে প্রবেশের সুযোগ দেওয়া হবে যারা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক শক্তি এবং শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি তাদের প্রতিশ্রুতি বজায় রেখেছে।

৩০ জানুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত ইনডেক্স ফ্যাক্টশীট অনুযায়ী তিন বছরে ৩৩.৬৩%, পাঁচ বছরে ৩০.৯৬% এবং দশ বছরে ২০.৪০% বার্ষিক মোট রিটার্ন দেখা গিয়েছে, যা একটি সুশৃঙ্খল বিনিয়োগ কৌশলের দীর্ঘমেয়াদী সম্ভাবনাকে তুলে ধরে। তবে, নিয়মকানুন অনুযায়ী কোম্পানি সময়ে সময়ে সূচকের ওয়েটেজ অনুযায়ী সমস্ত স্টকে বিনিয়োগ বাধা পেতে পারে। এর ফলে একটি সম্ভাব্য ট্র্যাকিং এরর হতে পারে। ফান্ডটি একটি প্যাসিভ, ইনডেক্স-মিররিং পদ্ধতি অবলম্বন করে, যেখানে সক্রিয়ভাবে স্টক বাছাই করার পরিবর্তে সূচকের স্টকগুলোকে অনুসরণ করা হয়।

ডিভিডেন্ড লিডার্স ৫০ ইনডেক্স ফান্ড কোম্পানির কিছু জনপ্রিয় ইউলিপ পণ্য যেমন আইসিআইসিআই প্রু সিগনেচার অ্যাসিওর, আইসিআইসিআই প্রু স্মার্টকিড অ্যাসিওর, আইসিআইসিআই প্রু স্মার্ট ইন্সিওরেন্স প্ল্যান প্লাস (এসআইপি+) সহ WWW.ICICIPRULIFE.COM-এ উপলব্ধ অন্যান্য ইউলিপ পণ্যের সঙ্গে পাওয়া যাচ্ছে।

নেটফ্লিক্সে স্ট্রিম হচ্ছে 'অ্যাকিউজড' সাইকোলজিক্যাল ড্রামা

কলকাতা: নেটফ্লিক্সে চলে এলো এমন একটি ছবি যেখানে নীরবতা দর্শকদের বিচলিত করে তুলবে। নেটফ্লিক্সে এক্সক্লুসিভলি প্রিমিয়ার হয়ে গেল 'অ্যাকিউজড'। অনুভূতি কাশ্যপ পরিচালিত এবং ধর্মা প্রোডাকশন প্রযোজিত 'অ্যাকিউজড' হলো একটি মনস্তাত্ত্বিক ড্রামা, যা দর্শকদের এক অস্বস্তিকর অভিযোগের মুখোমুখি দাঁড় করায়। এর কেন্দ্রে রয়েছেন ডঃ গীতিকা সেন (কঙ্কনা সেন শর্মা), একজন স্বনামধন্য স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ, যাঁর জীবন যৌন হেনস্থার অভিযোগ ওঠার পর থেকে ওলটপালট হতে শুরু করে। তদন্ত যত গভীর হয় এবং জনমত কঠোর হয়, তার আঁচ এসে পড়ে তাঁর সবথেকে ব্যক্তিগত পরিসরে, যা হলো মীরার (প্রতিভা রান্টা) সঙ্গে তাঁর দাম্পত্য জীবন।

কঙ্কনা সেনশর্মা ট্রেলার প্রসঙ্গে বলেন, "গীতিকা এমন একজন নারী যিনি নিজের কাজ, নিজের বিশ্বাসযোগ্যতা এবং নিজের চারপাশ নিয়ন্ত্রণে রাখতে অভ্যস্ত। তদন্তের মুখে তার মানসিক বিপর্যয় আমাকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে। আমি খুশি যে নেটফ্লিক্স দর্শকদের সামনে এমন একটি গল্প নিয়ে আসছে, যা বাহ্যিক আড়ম্বরের চেয়ে অভিনয় এবং নিস্তব্ধতার ওপরেই বেশি ভরসা রাখে।" ছবিটির মুক্তি নিয়ে প্রতিভা রান্টা তাঁর উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বলেন, "মীরার চরিত্রে অভিনয় করার অর্থ ছিল এমন এক জটিল পরিস্থিতির মধ্যে বাস করা যেখানে আপনি বিশ্বাস করতে চান, কিন্তু আপনার মন নিশ্চিত হতে পারে না। আমি খুব আনন্দিত যে নেটফ্লিক্স মহিলাদের সম্পর্কে এই ধরণের বাস্তব ও জটিল গল্প বলছে।"

অভিযুক্তের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলা এই গল্পটি এমন যা খুব কমই খুঁজে পাওয়া যায়। 'অ্যাকিউজড' দর্শকদের নিজেদের পক্ষপাতিত্ব পরীক্ষা করতে এবং ক্রেডিট রোল শেষ হওয়ার অনেক পরেও অনিশ্চয়তার সঙ্গে থাকতে বাধ্য করে। ক্ষমতা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং সন্দেহের জালে বোনা এই গল্পটি দেখতে চোখ রাখুন শুধুমাত্র নেটফ্লিক্সে।

সুইগি নিয়ে এলো 'গ্রেট ইন্ডিয়ান রেস্তোরাঁ ফেস্টিভ্যাল

কলকাতা: ভারতের শীর্ষস্থানীয় অন-ডিমান্ড কনভেনিয়েন্স প্ল্যাটফর্ম 'সুইগি' নিয়ে এলো 'গ্রেট ইন্ডিয়ান রেস্তোরাঁ ফেস্টিভ্যাল' ২০২৬। এবারের বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে জনপ্রিয় ডিজিটাল কনটেন্ট ক্রিয়েটর ভুবন বাম-কে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর রাখা হয়েছে। ভুবন বামের আইকনিক 'বিবি কি ভাইনস'-এর চরিত্রগুলোকে সঙ্গে নিয়ে এবারের প্রচারের মূল থিম রাখা হয়েছে 'বিল হাফ, পার্টি ফুল'। আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ থেকে শুরু হওয়া দুই মাসব্যাপী এই উৎসবে গ্রাহকরা ক্যাফে, পাব, বার এবং লাক্সারি ডাইনিং সহ বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে দারুণ অফার পাবেন।

এবার ভারতের ৬০টিরও বেশি শহরের ৪০,০০০-এরও বেশি টপ রেস্তোরাঁয় ৫০% পর্যন্ত ছাড় পাওয়া যাবে। এইচডিএফসি ব্যাংকের কার্ড ব্যবহার করলে মিলবে অতিরিক্ত ১০% তাৎক্ষণিক ছাড়। ডাইনআউট-এর মাধ্যমে বুকিং করলে থাকবে প্রতি অর্ডারে ১০% 'ডাইনক্যাশ'। বিজ্ঞাপনে বাবলুর বিল নিয়ে দুশ্চিন্তা থেকে শুরু করে সমীরের আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ডিল বেছে নেওয়া সবটাই সাধারণ মানুষের পরিস্থিতির হিসেবে দেখানো হয়েছে।

সুইগি ডাইনআউট-এর এভিপি (মার্কেটিং ও রেভিনিউ) ধ্রুবিশ ঠক্কর জানান, "জিআইআরএফ ভারতের অন্যতম বৃহৎ ডাইনিং মুভমেন্ট। ভুবন এবং তার 'বিবি কি ভাইনস'-এর চরিত্রগুলোর মাধ্যমে আমরা গ্রাহকদের সেই মানসিকতাকে স্পর্শ করতে চেয়েছি, যারা স্মার্ট ডাইনিং এবং সেরা ভ্যালু পছন্দ করেন।" দিল্লি, মুম্বই, কলকাতার মতো মেট্রো শহর থেকে শুরু করে গোয়া, জয়পুর বা লখনউয়ের মতো উদীয়মান পর্যটন কেন্দ্রগুলোতেও এই অফার কার্যকর থাকবে। ক্যাফে কফি ডে, ব্যারিস্তা, পাঞ্জাব গ্রিল-এর মতো নামী ব্র্যান্ডগুলোও এবারের উৎসবে শামিল হয়েছে।

দেশের এক নম্বর হাসপাতাল হিসেবে মনোনীত মেদান্তা

শিলিগুড়ি: গ্লোবাল হেলথ লিমিটেড দ্বারা পরিচালিত গুরুগ্রামের 'মেদান্তা – দ্য মেডিসিটি', স্ট্যাটিস্তা ইনকর্পোরেটেডের সহযোগিতায় পরিচালিত নিউজউইকের মর্যাদাপূর্ণ 'ওয়ার্ল্ডস বেস্ট হসপিটালস ২০২৬' র‍্যাঙ্কিংয়ে ভারতের এক নম্বর হাসপাতাল হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে। এই নিয়ে টানা সপ্তম বছর মেদান্তা বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় হাসপাতালগুলোর তালিকায় স্থান করে নিয়েছে, যা স্বাস্থ্যসেবায় তাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও নেতৃত্বের অবস্থানকে পুনরায় নিশ্চিত করে।

২০২৬ সালের এই র‍্যাঙ্কিংয়ে ভারতসহ অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, জার্মানি, জাপান, সিঙ্গাপুর, যুক্তরাজ্য এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো ৩২টি দেশের ২,৫০০টিরও বেশি হাসপাতালকে মূল্যায়ন করা হয়েছে। এই মূল্যায়ন প্রক্রিয়াটি হাজার হাজার চিকিৎসা বিশেষজ্ঞের সুপারিশ, রোগীর অভিজ্ঞতার তথ্য, হাসপাতালের গুণমানের মাপকাঠি এবং পেশেন্ট-রিপোর্টেড আউটকাম মেজারস (PROMS) ইমপ্লিমেন্টেশন সার্ভের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। এই কৃতিত্ব সম্পর্কে মেদান্তার চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডঃ নরেশ ত্রেহান বলেন, "ভারতে এক নম্বর হাসপাতাল হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়া আমাদের ক্লিনিক্যাল শ্রেষ্ঠত্ব, উদ্ভাবন এবং রোগী-কেন্দ্রিক সেবার প্রতি অবিচল থাকার প্রমাণ দেয়। মেদান্তায় আমরা নিরন্তর উন্নত থেরাপির উদ্ভাবন করছি, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং চিকিৎসার ফলাফল উন্নত করার চেষ্টা করছি। আমাদের মূল দর্শন হলো 'হর এক জান আনমোল' (অর্থাৎ 'প্রতিটি জীবনই অমূল্য')। সেই লক্ষ্যেই আমরা বিশ্বমানের স্বাস্থ্যসেবাকে সবার কাছে সহজলভ্য করে তুলছি।"

মেদান্তার এই ধারাবাহিক সাফল্য চিকিৎসা ক্ষেত্রে উদ্ভাবন এবং ডিজিটাল রূপান্তরের প্রতি তাদের দৃঢ় মনোযোগের নিদর্শন। এআই, রোবোটিক্স এবং অটোমেশনে কৌশলগত বিনিয়োগের মাধ্যমে হাসপাতালটি উন্নত পরিকাঠামো ও আধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয় ঘটিয়ে ক্লিনিক্যাল ফলাফল এবং রোগীর অভিজ্ঞতাকে আরও উন্নত করে চলেছে। ভারত এবং এর বাইরের রোগীদের জন্য উচ্চমানের ও সাশ্রয়ী স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে মেদান্তা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

সুপারসনিক এবং আল্ট্রা গ্যাস অ্যান্ড এনার্জির মধ্যে এলএনজি সরবরাহ চুক্তি স্বাক্ষর

কলকাতা: ভারতের পরিবেশবান্ধব পরিবহন ব্যবস্থায় এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করলো 'সুপারসনিক' ও 'আল্ট্রা গ্যাস অ্যান্ড এনার্জি লিমিটেড'। উভয়ে একটি দীর্ঘমেয়াদী এলএনজি সরবরাহ চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। যার লক্ষ্য হলো ব্লু এনার্জি মোটরসের তৈরি সুপারসনিকের এলএনজি-চালিত ভারী ট্রাকের ফ্লিটকে নিরবিচ্ছিন্ন জ্বালানি সরবরাহ করা। কলকাতায় আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে জানানো হয় যে, ইউজিইএল-এর রিটেইল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সুপারসনিকের দূরপাল্লার ট্রাকগুলো প্রধান মালবাহী করিডোরগুলোতে সহজেই জ্বালানির সুবিধা পাবে।

ব্লু এনার্জি মোটরসের এলএনজি ট্রাকগুলো ইতোমধ্যেই তাদের কার্যক্ষমতা ও নির্ভরযোগ্যতা প্রমাণ করেছে। সুপারসনিকের ডিরেক্টর এস. কে. মিত্তাল (আগরওয়াল) বলেন, "আমাদের এলএনজি ট্রাকের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জ্বালানির নিশ্চয়তা এবং নির্ভরযোগ্য আফটার-সেলস সাপোর্ট অত্যন্ত জরুরি ছিল। এই চুক্তি আমাদের অপারেশনাল কার্যক্রমে আত্মবিশ্বাস জোগাবে।" অন্যদিকে, ইউজিইএল-এর এমডি ও সিইও মাকসুদ শেখ এবং ব্লু এনার্জি মোটরসের ইভি ও নিউ এনার্জি বিজনেস-এর সিইও আনন্দ মিমানি এই সহযোগিতাকে পরিচ্ছন্ন জ্বালানি বিপ্লবের পথে একটি বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ব্লু এনার্জি মোটরস বর্তমানে বিকল্প জ্বালানি চালিত ভারী যানবাহনের বাজারে শীর্ষস্থানে রয়েছে। তাদের এলএনজি এবং বৈদ্যুতিক ট্রাকগুলো সম্মিলিতভাবে ৯ কোটি কিলোমিটারের বেশি পথ অতিক্রম করেছে, যার ফলে ২৫,০০০ টনেরও বেশি কার্বন নির্গমন কমানো সম্ভব হয়েছে।

এই মাইলফলকটি সুপারসনিকের জন্য পরিবেশবান্ধব মালবাহী পরিবহনের পথে এক গুরুত্বপূর্ণ যাত্রা। ব্লু এনার্জি মোটরস মূলত তাদের উন্নত প্রযুক্তি এবং 'এনার্জি অ্যাজ এ সার্ভিস' মডেলের মাধ্যমে ভারতের ভারী ট্রাক শিল্পক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন আনতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

কান্দিতে সেনকো-র নতুন স্টোর লঞ্চ

কান্দি: ভারতের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় সোনা ও হীরার গয়নার রিটেইল সেলিং চেইন, সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস, মুর্শিদাবাদের কান্দিতে তাদের ৮৬তম ফ্র্যাঞ্চাইজি স্টোর চালু করেছে, যা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে তাদের উপস্থিতিকে আরও শক্তিশালী করেছে। এই সংযোজনের ফলে রাজ্যে ব্র্যান্ডটির আউটলেটের সংখ্যা ১০০ ছাড়িয়ে গিয়েছে। কান্দি বাসস্ট্যান্ডে ২,৪০০ বর্গফুট এলাকা জুড়ে বিস্তৃত এই নতুন স্টোরটি গ্রাহকদের জন্য একটি উষ্ণ এবং আমন্ত্রণমূলক কেনাকাটার পরিবেশ তৈরির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এখানে সোনা, হীরা, প্ল্যাটিনাম এবং রূপার গয়নার এক বিশাল সম্ভার রয়েছে, যার মধ্যে হালকা ওজনের প্রতিদিনের ব্যবহারযোগ্য গয়না, সমসাময়িক ডিজাইন, ঐতিহ্যবাহী হাতে তৈরি কাজ, উৎসবের কালেকশন, বিয়ের গয়না এবং পুরুষদের গয়না অন্তর্ভুক্ত।

সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডসের ডিরেক্টর জয়িতা সেন বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গে কোম্পানির আরও প্রসার করতে পেরে তাঁরা আনন্দিত। তিনি উল্লেখ করেন যে, মুর্শিদাবাদের বাসিন্দারা এখন ব্র্যান্ডটির ঐতিহ্যবাহী শৈল্পিকতা এবং আধুনিক ডিজাইনের উদ্ভাবনের সংমিশ্রণ অনুভব করতে পারবেন।

ফ্র্যাঞ্চাইজি পার্টনার মো. জাকির হোসেন ব্র্যান্ডটির সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে গর্ব প্রকাশ করেছেন এবং এর গুণমান, কারুকার্য এবং গ্রাহক বিশ্বাসের সুনামের কথা তুলে ধরেছেন।

সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস বর্তমানে ভারতজুড়ে প্রায় ২০০টি স্টোর পরিচালনা করছে, যার মধ্যে ৮৬টি ফ্র্যাঞ্চাইজি আউটলেট এবং দুবাইয়ে দুটি শোরুম রয়েছে, যা প্রধান বাজারগুলোতে তাদের বিস্তার অব্যাহত রেখেছে। কান্দি স্টোরটি প্রতিদিন সকাল ১১:০০টা থেকে রাত ৮:৩০টা পর্যন্ত খোলা থাকবে।

কলকাতায় লঞ্চ সনি লিভ-এর ‘জ্যাজ সিটি’

কলকাতা: সম্প্রতি কলকাতায় এক প্রেস মিটের মাধ্যমে সনি লিভ তাদের বহু প্রতীক্ষিত অরিজিনাল সিরিজ ‘জ্যাজ সিটি’-র পর্দা উন্মোচন করেছে। সত্তরের দশকের কলকাতার পটভূমিতে তৈরি এই সিরিজটি একটি কাল্পনিক গল্প, যেখানে শহরের পুরনো আমেজ, সঙ্গীত এবং মানবিক দ্বন্দ্বের এক অনন্য সংমিশ্রণ ঘটেছে। এবছর ১৯ মার্চ থেকে স্ট্রিমিং হবে এই সিরিজটি। এই গল্পটি হয়ে উঠবে জ্যাজ ক্লাবের ইতিহাসের এক নীরব সাক্ষ, যেখানে সুরের আড়ালে প্রতিধ্বনিত হয় গোপন সংকেত এবং মুখ্য হয়ে ওঠে আত্মপরিচয়ের লড়াই।

সিরিজটি সম্পর্কে পরিচালক সৌমিক সেন বলেন, “একটি পরিবর্তনশীল সময়ের প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত মানবিক ধারণাকে তুলে ধরে। লেখক ও নির্মাতা হিসেবে আমি ১৯৭১ সালের কলকাতার একটি কাল্পনিক জ্যাজ ক্লাবকে কেন্দ্র করে গল্পটি বলতে চেয়েছি, যেখানে ট্রাম্পেট আর স্যাক্সোফোনের সুরের আড়ালে লুকিয়ে থাকে অনেক রহস্য। এই সিরিজটি সেই সময়ের প্রতি আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি এবং আশা করি দর্শক আমার সৃজনশীল ভাবনার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে পারবেন।”

সিরিজের প্রযোজক অর্পিতা চট্টোপাধ্যায় জানান, “প্রযোজক হিসেবে আমি গর্বিত যে একটি অসাধারণ টিম অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে এই জগতটি তৈরি করেছে। লেখা থেকে শুরু করে অভিনয় এবং কারিগরি দক্ষতা, প্রতিটি কাজই হয়েছে অত্যন্ত সূক্ষ্ম। সনি লিভ-এর সঙ্গে এই যাত্রাটি সত্যিই সহযোগিতামূলক ছিল।”

অভিনেত্রী সৌরসেনী মৈত্র তার অভিজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, “স্ক্রিপ্টটি পড়ার মুহূর্তেই বুঝেছিলাম ‘জ্যাজ সিটি’ বিশেষ কিছু হতে চলেছে। এর আবেগঘন এবং গভীর স্তরগুলোই আমাকে সবচেয়ে বেশি উৎসাহিত করেছে। আমার চরিত্র ‘শীলা’ তার শক্তি, মমতা এবং সাহসের জন্য অনেকের মনে জায়গা করে নেবে।” অন্যদিকে অভিনেতা আরিফিন শুভ বলেন, “পরিচালক সৌমিক দা আমার চরিত্র ‘জিমি রায়’-এর প্রতিটি দিককে খুব সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। এতে চরিত্রটি ফুটিয়ে তোলা সহজ হয়ে উঠেছে। জিমি একটি জটিল চরিত্র যেখানে মেধা, আকর্ষণ এবং নৈতিক দ্বন্দ্বের সংমিশ্রণ রয়েছে। এই ভারসাম্য বজায় রাখা চ্যালেঞ্জিং ছিল, তবে আমি খুশি যে নিজের মতো করে চরিত্রটি করতে পেরেছি।”

স্টুডিও ৯ এবং স্টুডিও নেক্সট প্রযোজিত এবং সৌমিক সেনের পরিচালনা ও লেখায় এই সিরিজে আরও অভিনয় করেছেন শান্তনু ঘটক, অনিরুদ্ধ গুপ্ত, সায়নদীপ সেন, শ্রেয়া ভট্টাচার্য, শতাফ ফিগার, আলেকজান্দ্রা টেলর এবং অমিত সাহা। আগামী ১৯ মার্চ থেকে ‘জ্যাজ সিটি’ দেখতে নজর রাখুন শুধুমাত্র সনি লিভ-এর পর্দায়।

হাউস অফ ম্যাকডোয়েলস সোডা নিয়ে এলো ‘ইয়ারি জ্যাম: হোলি অন হুইলস’

কলকাতা: বন্ধুত্বের চিরন্তন আনন্দ এবং বন্ধুদের সঙ্গে কাটানো বিশেষ মুহূর্তগুলোকে উদযাপন করতে হাউস অফ ম্যাকডোয়েলস সোডা এবার নিয়ে এলো এক অনন্য আয়োজন—‘ইয়ারি জ্যাম: হোলি অন হুইলস’।

তরুণ প্রজন্মের কাছে বন্ধুত্বের সংজ্ঞাকে নতুনভাবে তুলে ধরতে এই প্রথমবার রঙের উৎসবকে দেওয়া হয়েছে গতি। পাবলিকিস গ্রুপ ইন্ডিয়ার ‘টিম স্পিরিট’-এর ভাবনায় এই বিশেষ আয়োজনে যোগ দিয়েছিলেন জনপ্রিয় কমেডিয়ান তন্ময় ভাট, আদিত্য কুলশ্রেষ্ঠ (কুল্লু), ঐশ্বর্য মোহনরাজ এবং অনুজ গুপ্তা। মুম্বইয়ের এক বিশাল অ্যারেনায় আয়োজিত এই ইভেন্টে দুটি গাড়িকে কার্যত রঙের ক্যানভাসে পরিণত করা হয়। চলন্ত গাড়ির টায়ারের ড্রিফ্টিং থেকে রঙের বিস্ফোরণ এবং মাঝপথে কালার বোমার ব্যবহার এক অভূতপূর্ব দৃশ্য তৈরি করে। সাধারণ হোলি উদযাপনের প্রথা ভেঙে বন্ধুদের সঙ্গে জীবনের প্রথম কোনো রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার স্বাদ দেওয়াই ছিল এই ক্যাম্পেইনের মূল লক্ষ্য। ড্যাশ ক্যামেরায় ধরা পড়া বন্ধুদের অকৃত্রিম হাসি এবং মজার মুহূর্তগুলো প্রমাণ করেছে যে, যখন প্রিয় বন্ধুরা (ইয়ার) সঙ্গে থাকে, তখন সাধারণ উৎসবও হয়ে ওঠে আইকনিক।

ডায়াজিও ইন্ডিয়ার ভাইস প্রেসিডেন্ট (মার্কেটিং) আনন্দিতা দত্ত জানান, “আমরা বিশ্বাস করি বন্ধুত্ব কেবল একটি অনুভূতি নয়, বরং একটি সাংস্কৃতিক শক্তি। ‘ফার্স্টস উইথ ফ্রেন্ডস’ ফিলোসফির ওপর ভিত্তি করে আমরা হোলিকে এক সমসাময়িক রূপ দিতে চেয়েছি, যা কেবল উদযাপন নয় বরং একটি নিমগ্ন ও অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা হয়ে উঠবে।” এই ইভেন্টে অংশ নিয়ে অভিনেতা ও কমেডিয়ান আদিত্য কুলশ্রেষ্ঠ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বলেন, “জীবনে অনেক হোলি খেলেছি, কিন্তু ড্রিফ্টিং গাড়ির মাঝে এমন রঙের খেলা ছিল রূপালী পর্দার অ্যাকশন সিক্যুয়েন্সের মতো।” এই অভিনব উদ্যোগের মাধ্যমে হাউস অফ ম্যাকডোয়েলস সোডা আবারও প্রমাণ করল যে, বন্ধুদের সঙ্গে কাটানো যেকোনো ‘প্রথম’ মুহূর্তই সেরা।

EXTENSIOR® লঞ্চে অ্যাবট ও নভো নরডিস্ক ইন্ডিয়া

কলকাতা: গ্লোবাল হেলথকেয়ার লিডার অ্যাবট আজ টাইপ ২ ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য EXTENSIOR® বাজারজাত করতে নভো নরডিস্ক ইন্ডিয়ার সঙ্গে কৌশলগত সহযোগিতার কথা ঘোষণা করেছে। এই অংশীদারিত্ব নভো নরডিস্কের GLP-1 প্রযুক্তি এবং অ্যাবটের শক্তিশালী ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ককে কাজে লাগিয়ে ভারতের বিস্তৃত অঞ্চলে উচ্চমানের ডায়াবেটিস কেয়ারের চিকিৎসা পৌঁছে দেবে। EXTENSIOR® হলো ওজেম্পিক-এর একটি সেকেন্ড ব্র্যান্ড, যা বিশ্বের সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত GLP-1 RA মলিকিউল।

টাইপ ২ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত প্রাপ্তবয়স্কদের খাদ্যতালিকায় পরিবর্তন এবং ব্যায়ামের পাশাপাশি সহায়ক হিসেবে EXTENSIOR® অনুমোদন করা হয়। এর মলিকিউল ‘সেমাগ্লুটাইড’ রক্তে শর্করার মাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করার পাশাপাশি ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে এবং হৃদযন্ত্র ও কিডনির সুরক্ষা নিশ্চিত করতে প্রমাণিত। ৪৪টিরও বেশি ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের মাধ্যমে এর নিরাপত্তা ও কার্যকারিতা প্রমাণিত হয়েছে। বিশ্বজুড়ে প্রায় এক দশক ধরে এটি ব্যবহৃত হচ্ছে। ভারতে এই লঞ্চ প্রসঙ্গে অ্যাবট ইন্ডিয়া লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর কার্তিক রাজেন্দ্রন বলেন, “EXTENSIOR® লঞ্চ করার মাধ্যমে অ্যাবট তার সামগ্রিক ডায়াবেটিস ম্যানেজমেন্ট পোর্টফোলিওকে আরও শক্তিশালী করবে।”

নভো নরডিস্ক ইন্ডিয়ার ম্যানেজিং ডিরেক্টর বিক্রান্ত শ্রোত্রীয় বলেন, “সেমাগ্লুটাইড সাম্প্রতিক সময়ে ডায়াবেটিস কেয়ারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এটি মেটাবলিক, রেনাল এবং কার্ডিওভাসকুলার স্বাস্থ্যের প্রভূত উন্নতি ঘটায়। অ্যাবটের সঙ্গে আমাদের এই অংশীদারিত্ব ভারতের আরও বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে এই উদ্ভাবনী চিকিৎসা পৌঁছে দিতে সাহায্য করবে।” ভারতে ডায়াবেটিস সংক্রান্ত জাতীয় ব্যয় ইতিমধ্যে ৯.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (৮৮,০০০ কোটি টাকার বেশি) ছাড়িয়ে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে EXTENSIOR®-এর প্রবর্তন ডায়াবেটিস ব্যবস্থাপনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

কোকা-কোলা কোম্পানির পাওয়ারএড এলো ভারতে

লো-ক্যালোরি ফর্মুলায় ‘মাউন্টেন ব্লাস্ট’ (নীল) এবং ‘ফ্রুট পাঞ্চ’ (লাল) দুই ফ্লেভারে বাজারে লঞ্চ

কলকাতা: দ্য কোকা-কোলা কোম্পানির আইকনিক স্পোর্টস হাইড্রেশন ব্র্যান্ড ‘পাওয়ারএড’ আইসিসি মেনস টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের মাধ্যমে ভারতে আত্মপ্রকাশ করেছে। টুর্নামেন্টের অফিসিয়াল স্পোর্টস ড্রিংক হিসেবে ব্র্যান্ডটির এই উপস্থিতি মূলত খেলাধুলা এবং সক্রিয় জীবনধারার সঙ্গে যুক্ত পণ্যগুলোর প্রতি কোকা-কোলা ইন্ডিয়ার ক্রমবর্ধমান ফোকাসকেই তুলে ধরে।

একটি সাইনটিফিক স্পোর্টস হাইড্রেশন সলিউশন হিসেবে ডিজাইন করা পাওয়ারএড-এ রয়েছে ভিটামিন বি-৩ এবং ইলেক্ট্রোলাইটস, যা হাই এনার্জির প্রশিক্ষণ বা প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি জোগায়। গ্রাহকদের পছন্দের কথা মাথায় রেখে এটি লো-ক্যালোরি ফর্মুলায় ‘মাউন্টেন ব্লাস্ট’ (নীল) এবং ‘ফ্রুট পাঞ্চ’ (লাল) এই দুটি ফ্লেভারে বাজারে আনা হয়েছে। গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬-এ আহমেদাবাদে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ সুপার ৮ ম্যাচের দিন মাঠের বিশেষ কার্যক্রমের মাধ্যমে ব্র্যান্ডটির ফর্মাল ঘোষণা করা হয়।

এই লঞ্চ উপলক্ষ্যে কোকা-কোলা ইন্ডিয়ার সিনিয়র ডিরেক্টর অঙ্কিতা মহনা বলেন, “ভারতে খেলাধুলা আজ কেবল মাঠেই সীমাবদ্ধ নেই, বরং এটি দৈনন্দিন রুটিনের অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের মঞ্চে এই যাত্রা শুরু হলেও আমাদের লক্ষ্য দীর্ঘমেয়াদে ভারতের স্পোর্টস সেগমেন্টের পাশে থাকা।“

এই লঞ্চ ক্যাম্পেইনের শিরোনাম দেওয়া হয়েছে “ফুয়েল ইওর পাওয়ার™”, যার মুখ হিসেবে থাকছেন অলিম্পিক স্বর্ণপদক জয়ী নীরজ চোপড়া এবং ক্রিকেট তারকা শুভমান গিল। ওগিলভি ইন্ডিয়ার সিসিও সুকেশ নায়েক জানান, এই ক্যাম্পেইনটি মূলত একজন ক্রীড়াবিদের মন ও শরীরের লড়াই এবং সেই মুহূর্তে পাওয়ারএড কীভাবে তাদের এগিয়ে যেতে সাহায্য করে তা তুলে ধরেছে। ভারতে ২০২৬ সালের মার্চ মাস থেকে পাওয়ারএড পাওয়া যাবে। গ্রাহকদের নাগালে থাকতে ২৫০ মিলি প্যাকের দাম রাখা হয়েছে মাত্র ২০ টাকা এবং ৫০০ মিলি প্যাকের দাম ৫০ টাকা।

লিঙ্কডইন-এর ৫টি স্কিল স্ট্যাকের সাথে আপগ্রেড করুন ক্যারিয়ার

কলকাতা: প্রয়োজনীয় দক্ষতা সম্পর্কে অনিশ্চয়তার কারণে অনেক তরুণই চাকরি খোঁজার সময় বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হন। লিঙ্কডইন জানিয়েছে যে ৩৮% ভারতীয় চাকরিপ্রার্থী দ্রুত প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের জন্য অপ্রস্তুত বোধ করেন। তাই, তাদের কর্মসংস্থানে সাহায্য করতে লিঙ্কডইনের স্কিলস অন দ্য রাইজ ২০২৬, ৫টি কি স্কিল স্ট্যাক চিহ্নিত করেছে, যেগুলি হল: এআই এবং অটোমেশন, ডেটা এবং বিশ্লেষণ, আইটি এবং সাইবার নিরাপত্তা, ব্যবসা এবং বৃদ্ধি, এবং মানুষ এবং নেতৃত্ব।

লিঙ্কডইনের তথ্য অনুসারে দেখা গেছে যে, বিশ্বব্যাপী ৪৬% নিয়োগকারী নিয়োগের জন্য দক্ষতার তথ্যের উপরই নির্ভর করেন, যেখানে ৭৪% ভারতীয় নিয়োগকারী যোগ্য প্রতিভা খুঁজে বের করা ক্রমশ কঠিন বলে মনে করে। যদিও, AI টুলস, ডেটা ইন্টারপ্রিটেশন, ডিজিটাল সিস্টেম এবং পরিচালনাগত দক্ষতায় দক্ষ পেশাদারদের চাহিদা ক্রমবর্ধমান। তবুও, প্রযুক্তিগত দক্ষতা প্রয়োজনীয় হলেও, সহযোগিতা, স্টেকহোল্ডার ব্যবস্থাপনা এবং প্রকল্প নেতৃত্ব গুরুত্বপূর্ণ স্কিলস হয়ে দাঁড়িয়েছে যা ক্রস-ফাংশনাল, AI-সক্ষম দলগুলির মধ্যে প্রযুক্তিগত জ্ঞানের প্রভাব বৃদ্ধি করে।

লিঙ্কডইন ক্যারিয়ার বিশেষজ্ঞ এবং ভারতের সিনিয়র ম্যানেজিং এডিটর নিরজিতা ব্যানার্জি বলেন, "প্রতিযোগিতামূলকতা উন্নত করার জন্যে, তরুণ পেশাদারদের বিচ্ছিন্ন দক্ষতার উপর মনোযোগ দেওয়ার পরিবর্তে দক্ষতার একটি অনন্য সমন্বয় তৈরি করে সেটার ওপরেই ফোকাস করা প্রয়োজন, যা এই বর্তমান কর্মসংস্থান বাজারে তাদের সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে তুলতে পারে।" ফলস্বরূপ, পেশাদারদের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষতা বিকাশে সাহায্য করতে, লিঙ্কডইন ৩১শে মার্চ, ২০২৬ পর্যন্ত বিনামূল্যে নির্বাচিত লিঙ্কডইন লার্নিং কোর্স অফার করছে, যার মধ্যে রয়েছে AI এজেন্ট, ডেটা অ্যানালিটিক্স এবং স্টেকহোল্ডার ম্যানেজমেন্ট এবং আরও অনেক কিছু।

এসএমএফজি ইন্ডিয়া ক্রেডিট-এর 'পশু বিকাশ দিবস'

কলকাতা: ভারতের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় এনবিএফসি প্রতিষ্ঠান এসএমএফজি ইন্ডিয়া ক্রেডিট ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬-এ তাদের ফ্ল্যাগশিপ কর্মসূচি 'পশু বিকাশ দিবস'-এর অষ্টম সংস্করণ আয়োজন করে। 'সর্বোত্তম সেবা: পশু, পরিবার আর প্রগতি' এই মূলমন্ত্রকে সামনে রেখে গবাদি পশুর সুস্বাস্থ্য রক্ষা, পারিবারিক সমৃদ্ধি এবং গ্রামীণ ভারতের স্থিতিশীল উন্নয়নের লক্ষ্যে এই কর্মসূচি পালিত হয়। ২০১৪ সালে শুরু হওয়া এই উদ্যোগটি বর্তমানে দেশের অন্যতম বৃহত্তম একদিনের গবাদি পশু কল্যাণ কর্মসূচিতে পরিণত হয়েছে। এই বছর দেশের ১৬টি রাজ্যের ৫১০টি 'এসএমএফজি গ্রামশক্তি' শাখার মাধ্যমে ১.৫৫ লক্ষেরও বেশি মানুষের জীবনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে এই সংস্থা। এর আওতায় প্রায় ১.৪ লক্ষ গবাদি পশুর চিকিৎসা হয়েছে এবং ১৪,০০০-এর বেশি মানুষকে স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান করা হয়েছে, যার সুফল পেয়েছেন ৩০,০০০-এরও বেশি পরিবার।

পশ্চিমবঙ্গেও এই উদ্যোগের ব্যাপক প্রভাব লক্ষ্য করা গিয়েছে। রাজ্যের ৩২টি স্থানে আয়োজিত এই শিবিরে ১২,০০০-এর বেশি গবাদি পশুকে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়া হয়েছে, এতে প্রায় ১,৬০০ পরিবারের উপকার হয়েছে। প্রতিটি ক্যাম্পে অভিজ্ঞ পশুচিকিৎসকদের দ্বারা গবাদি পশুর বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়েছে, এছাড়া ওষুধ ও টিকাকরণ এবং দুগ্ধবতী পশুর উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এসএমএফজি ইন্ডিয়া ক্রেডিট-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও সিইও মিঃ রবি নারায়ণন বলেন, "গ্রামীণ ভারতে গবাদি পশুর স্বাস্থ্য এবং পরিবারের অর্থনৈতিক উন্নতি একে অপরের পরিপূরক। পশু বিকাশ দিবসের মাধ্যমে আমরা একটি শক্তিশালী ইকোসিস্টেম তৈরি করতে চাই যা নিম্ন স্তরের খামারিদের সাহায্য করবে।"

উল্লেখ্য যে, এই কর্মসূচিটির কথা ২০১৫ সালে 'লিমকা বুক অফ রেকর্ডস'-এ আসে। এরপর ২০২৫ সালে একাধিক স্থানে একযোগে গবাদি পশু কল্যাণে পাঠদানের জন্য তাদের নাম 'গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস'-এ ওঠে, যা সংস্থাটির জন্য এক অনন্য মাইলফলক অর্জন। গ্রামীণ কল্যাণ এবং পশু স্বাস্থ্যের প্রতি দীর্ঘস্থায়ী প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে এসএমএফজি ইন্ডিয়া ক্রেডিট ক্রমাগত অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলেছে।

উন্নত ফর্মুলার কীটনাশক নিয়ে বাজারে হাজির গোদরেজ অ্যাগ্রোভেট

কলকাতা: ভারতের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় কৃষিজ-ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান গোদরেজ অ্যাগ্রোভেট লিমিটেড, জাপানের আইএসকে-এর সহযোগিতায় তৈরি 'CYCLAPRYN™' প্রযুক্তি সমৃদ্ধ একটি নতুন ভার্সেটাইল কীটনাশক 'TAKAI' বাজারে আনার কথা ঘোষণা করেছে। এই অত্যাধুনিক কীটনাশকটি শুঁয়োপোকা জাতীয় লেপিডোপ্টেরান কীটপতঙ্গ দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনতে এবং দীর্ঘস্থায়ী সুরক্ষা প্রদানে অত্যন্ত কার্যকর। কোম্পানিটি ইতিমধ্যে ধান, ভুট্টা, ছোলা এবং সয়াবিনের জন্য লেবেলের অনুমোদন পেয়েছে এবং বাঁধাকপি ও লঙ্কার জন্য অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।

ভারতের 'ধানের ভাণ্ডার' হিসেবে পরিচিত পশ্চিমবঙ্গে লেপিডোপ্টেরান কীটপতঙ্গ কৃষি উৎপাদনশীলতার ক্ষেত্রে বড় ঝুঁকির কারণ। ধানের হলুদ মাজরা পোকা এবং পাতা মোড়ানো পোকার আক্রমণে ফলন ২০-৪০% পর্যন্ত কমতে পারে। একইভাবে ভুট্টায় 'ফল আর্মিওয়ার্ম' এবং সয়াবিনে 'স্পোডোপ্টেরা লিটুরা'র আক্রমণে ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হন কৃষকরা। সময়মতো কার্যকর ব্যবস্থাপনার অভাবে কৃষকদের আয় ও খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়।

গোদরেজ অ্যাগ্রোভেটের ক্রপ প্রোটেকশন বিজনেসের সিইও এন. কে. রাজভেলু বলেন, "পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যে যেখানে সারা বছর বিভিন্ন ঋতুতে ধান ও অন্যান্য ফসল চাষ হয়, সেখানে কীটপতঙ্গ দমন অত্যন্ত জরুরি। 'TAKAI' ব্যবহারের ফলে ক্ষতিকারক পোকা দ্রুত খাবার খাওয়া বন্ধ করে দেয়, যা দীর্ঘস্থায়ী সুরক্ষা নিশ্চিত হয়। এটি কৃষকদের ইনপুট খরচ কমাতে এবং ফসলের গুণমান বাড়াতে সাহায্য করবে।"

ধান চাষের ক্ষেত্রে, চারা রোপণের ১৫-৩০ দিনের মধ্যে এবং পুনরায় ৪০-৬০ দিনের মাথায় প্রতি একরে ১৬০ মিলি হারে 'TAKAI' প্রয়োগ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য ফসলের জন্যও ১৬০ মিলির ডোজ সুপারিশ করা হয়েছে। গত বছর ভুট্টার হার্বিসাইড 'ASHITAKA' লঞ্চ করার পর, এই নতুন কীটনাশকটি উদ্ভাবনের মাধ্যমে কৃষকদের অনেক সুবিধা হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

টাইটান-এর হাত ধরে শুরু সোনাটা-র নতুন অধ্যায়

শিলিগুড়ি: একজন মানুষের পরিচয় তার উৎস দিয়ে নয়, বরং তার লক্ষ্যের সীমানা দিয়ে নির্ধারিত হয়। এই দর্শনকে সঙ্গী করেই সোনাটা তাদের নতুন ব্র্যান্ড ক্যাম্পেইন 'ওয়াচ আউট ফর আস' নিয়ে এসেছে। এই প্রচারমূলক চলচ্চিত্রটি মূলত সেই প্রজন্মের গল্প বলে, যারা নিজেদের আত্মবিশ্বাস, গতি এবং নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে সাফল্যের পথে এগিয়ে চলেছে। প্রতিকূলতাকে জয় করে নিজেদের পথ যারা নিজেরাই তৈরি করে নেয়, সোনাটা সেই সব লড়াকু মানুষদের সংকল্পকেই উদযাপন করছে। বর্তমানের তরুণ ভারত কোনো স্বীকৃতির অপেক্ষা রাখে না, বরং নিজেদের শর্তে নিজেদের জয়গা তৈরি করে নিতে জানে, এই ভাবনাটিই ছবির প্রতিটি ফ্রেমে ফুটে উঠেছে।

এই ক্যাম্পেইনের মূল আকর্ষণ হলো একটি হাই-এনার্জেটিক মিউজিক্যাল ফিল্ম, যেখানে তিনটি ভিন্ন চরিত্রের সংগ্রাম, স্বপ্ন এবং মাইলফলক ছোঁয়ার যাত্রাকে তুলে ধরা হয়েছে। র‍্যাজপ-স্টাইল ন্যারেশনের মাধ্যমে তৈরি এই ফিল্মটি তরুণ প্রজন্মের হৃদস্পন্দন ও প্রাণবন্ত মানসিকতাকে নিখুঁতভাবে তুলে ধরে। এই যাত্রায় সোনাটা ঘড়িটি কেবল একটি ফ্যাশন অ্যাকসেসরি নয়, বরং প্রতিটি সিদ্ধান্ত ও পরিবর্তনের মুহূর্তের এক অবিচল সঙ্গী হিসেবে প্রদর্শিত হয়েছে।

টাইটান কোম্পানি লিমিটেডের অ্যানালগ ওয়াচেস-এর চিফ মার্কেটিং অফিসার রঞ্জনী কৃষ্ণস্বামী বলেন, "বিগত এক বছর ধরে সোনাটা নিজেকে প্রতিনিয়ত বিবর্তিত করছে সেই নতুন প্রজন্মের সঙ্গে তাল মেলাতে, যারা উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং প্রথা ভাঙতে ভয় পায় না।

ভ্যালু-লেড ফ্যাশন ঘড়ির দুনিয়ায় আমাদের লক্ষ্য হলো সেই সব উদীয়মান সফল ব্যক্তিদের পাশে থাকা, যারা নিজেরাই নিজেদের সাফল্যের কাহিনী লিখছেন।" সোনাটা-র এই নতুন প্রচারণাটি এখন ইন্টারনেটে সরাসরি দেখা যাচ্ছে। এটি কেবল একটি ঘড়ির বিজ্ঞাপন নয়, বরং আধুনিক ভারতের নিরন্তর এগিয়ে যাওয়ার এক শক্তিশালী প্রতীক।

হোলির আমেজে শ্যাম স্টীলের 'হোলি কে রং, ম্যাজিক কে সং'

কলকাতা: রঙের উৎসবের আনন্দকে দ্বিগুণ করতে এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে উৎসবের আমেজ ভাগ করে নিতে শ্যাম স্টিল গ্রুপের ম্যাকাও পেন্টস আয়োজন করল এক বিশেষ অনুষ্ঠান "হোলি কে রং, ম্যাজিক কে সং"।

কলকাতা, পাটনা, লখনউ, বারাণসী এবং ভুবনেশ্বর এই পাঁচটি প্রধান শহরে ম্যাকাও পেন্টসের এই বর্ণিল উদযাপন এক অনন্য মাত্রা যোগ করেছে।

কলকাতার পি.সি. চন্দ্র গার্ডেনে আয়োজিত মূল অনুষ্ঠানে ছিল রঙের খেলা ও বিনোদনের এক চমৎকার মিশেল। অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল একটি বিশাল 'বেলুন ওয়াল' ইনস্টলেশন, যেখানে অংশগ্রহণকারীরা ডার্ট ছুড়ে বেলুন ফাটিয়ে ম্যাকাও পেন্টসের নাম খুঁজে বেড় করেন। এছাড়াও, ম্যাকাও পাখির উজ্জ্বল রঙের অনুপ্রেরণায় তৈরি বিশেষ 'সেলফি জোন' গুলিতে দর্শনার্থীদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। আবির মাখা মুহূর্তগুলো ফ্রেমবন্দি করে সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করার মাধ্যমে উৎসবের আমেজ ছড়িয়ে পড়ে ডিজিটাল জগতেও। শ্যাম স্টিল গ্রুপ ও ম্যাকাও পেন্টসের মার্কেটিং ডিরেক্টর শ্রীমতী মেঘা বেরিওয়ালা গুপ্ত এই উদ্যোগ প্রসঙ্গে বলেন, "হোলি হলো প্রাণবন্ত এবং একাত্মতার উৎসব, যা আমাদের ব্র্যান্ড ম্যাকাও পেন্টসের মূল বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। 'হোলি কে রং, ম্যাজিক কে সং' প্রচারের মাধ্যমে আমরা মানুষের কাছে পৌঁছাতে চেয়েছি যাতে তারা আনন্দের সহকারে আমাদের ব্র্যান্ডের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে পারেন।"

কলকাতায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে ছিল বিশালাকার ম্যাকাও পেন্টস বাকেট এবং রেইন ডান্সের ব্যবস্থা, যেখানে বহু সেলিব্রিটি এবং ইনফ্লুয়েন্সার অংশ নেন। অন্যদিকে, পাটনায় ভোজপুরি তারকা খেসারি লাল যাদব ও নীলম গিরির উপস্থিতিতে 'গরবা হোলি' এবং ভুবনেশ্বরে ভেষজ আবির দিয়ে উৎসব উদযাপিত হয়। এই বহুমুখী আয়োজনের মাধ্যমে ম্যাকাও পেন্টস পূর্ব ভারতের গ্রাহকদের হৃদয়ে একটি তরুণ ও সংস্কৃতিমনস্ক ব্র্যান্ড হিসেবে নিজের অবস্থান আরও সুদৃঢ় করেছে।

অ্যাসিডিটি, রিফ্লাক্স ও জিইআরডি: কোন অবস্থায় চিকিৎসা জরুরি

ডা. পিনাকি সুন্দর কর কনসালট্যান্ট – গ্যাস্ট্রোএনটেরোলজিস্ট ও হেপাটোলজিস্ট, মণিপাল হসপিটাল, শিলিগুড়ি

অ্যাসিডিটি কী এবং কেন হয়

অ্যাসিডিটি একটি খুব সাধারণ হজমজনিত সমস্যা, যা মূলত পাকস্থলীতে অতিরিক্ত অ্যাসিড উৎপন্ন হওয়ার ফলে দেখা দেয়। ঝাল বা তেলযুক্ত খাবার, অনিয়মিত খাবারের সময়, মানসিক চাপ, ঘুমের অভাব এবং অতিরিক্ত চা-কফি পান—এই সবই অ্যাসিডিটির প্রধান কারণ। সাধারণত বুকে বা পেটের উপরের অংশে হালকা জ্বালাপোড়া, পেট ফাঁপা বা অস্বস্তি অনুভূত হয়। এই সমস্যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সাময়িক এবং জীবনযাত্রায় সামান্য পরিবর্তন বা ওভার-দ্য-কাউন্টার অ্যান্টাসিডের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়।

অ্যাসিড রিফ্লাক্স কেন হয়

অ্যাসিড রিফ্লাক্স তখন হয়, যখন পাকস্থলীর অ্যাসিড উল্টো দিকে খাদ্যনালীতে উঠে আসে। এটি ঘটে খাদ্যনালীর নিচের অংশে থাকা একটি পেশি—লোয়ার ইসোফেজিয়াল স্পিঙ্কটার—দুর্বল হয়ে পড়লে বা সঠিকভাবে কাজ না করলে। এর ফলে বুকে জ্বালাপোড়া, মুখে টক বা তেতো স্বাদ, খাবার উঠে আসার অনুভূতি এবং খাওয়ার পর বা শুয়ে পড়লে অস্বস্তি বেড়ে যাওয়ার মতো উপসর্গ দেখা দেয়। মাঝে মধ্যে রিফ্লাক্স হওয়া স্বাভাবিক হলেও, যদি এটি ঘন ঘন হয়, তাহলে তা গুরুতর সমস্যার ইঙ্গিত হতে পারে।

কখন রিফ্লাক্স জিইআরডিতে পরিণত হয়

গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ বা জিইআরডি একটি দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা, যেখানে অ্যাসিড রিফ্লাক্স বারবার হয় এবং দৈনন্দিন জীবন ও ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায়। জিইআরডিতে আক্রান্ত ব্যক্তিদের প্রায়ই বারবার হার্টবার্ন, গিলতে অসুবিধা, বুকে ব্যথা, দীর্ঘদিনের কাশি, গলার স্বর বসে যাওয়া এবং সারাক্ষণ অ্যাসিডিটির অনুভূতি হতে পারে। অনেক সময় এই উপসর্গগুলো হৃদরোগের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা হয়, যার ফলে রোগ নির্ণয়ে দেরি হয়।

জিইআরডিকে অবহেলা করা কেন বিপজ্জনক

চিকিৎসা না করালে জিইআরডি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মারাত্মক জটিলতার সৃষ্টি করতে পারে। দীর্ঘদিন ধরে খাদ্যনালীতে অ্যাসিডের সংস্পর্শে থাকলে সেখানে প্রদাহ, ঘা বা সংকোচন হতে পারে, যার ফলে খাবার গিলতে ব্যথা ও অসুবিধা হয়। কিছু ক্ষেত্রে দীর্ঘস্থায়ী জিইআরডি থেকে ব্যারেটস ইসোফেগাস নামক একটি অবস্থা তৈরি হতে পারে, যা খাদ্যনালীর ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ায়। তাই সময়মতো রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা অত্যন্ত জরুরি।

কখন অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন

যদি সপ্তাহে দুইবারের বেশি হার্টবার্ন হয়, ওষুধ খেয়েও উপসর্গ না কমে, অথবা খাবার গিলতে ব্যথা, অকারণে ওজন কমে যাওয়া, দীর্ঘদিনের কাশি, শ্বাসকষ্ট বা বুকে ব্যথা দেখা দেয়, তাহলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। এই উপসর্গগুলো জিইআরডি বা অন্য কোনও গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল সমস্যার ইঙ্গিত হতে পারে।

রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা পদ্ধতি

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে উপসর্গের ভিত্তিতেই রোগ নির্ণয় করা যায়। তবে প্রয়োজনে এন্ডোস্কোপি বা খাদ্যনালীর অ্যাসিডের মাত্রা পরিমাপের মতো বিশেষ পরীক্ষা করা হতে পারে। চিকিৎসার মধ্যে সাধারণত অ্যাসিড উৎপাদন কমানোর ওষুধের পাশাপাশি জীবনযাত্রা ও খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তনের পরামর্শ দেওয়া হয়।

জীবনযাত্রার পরিবর্তনে উপকার

কিছু সহজ অভ্যাস পরিবর্তন করলেই অ্যাসিডিটি ও রিফ্লাক্স অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। অল্প অল্প করে বারবার খাওয়া, রাতে দেরিতে খাবার এড়ানো, ঝাল ও ভাজাভুজি কম খাওয়া, স্বাস্থ্যকর ওজন বজায় রাখা এবং ধূমপান ত্যাগ করা অত্যন্ত কার্যকর। এছাড়া ঘুমানোর সময় মাথা একটু উঁচু করে শোয়া এবং খাওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গে শুয়ে না পড়াও উপকারী।

শেষ কথা

মাঝে মধ্যে অ্যাসিডিটি হওয়া স্বাভাবিক এবং সাধারণত ক্ষতিকর নয়। তবে যদি হার্টবার্ন বারবার হতে থাকে, তাহলে তা অবহেলা করা উচিত নয়। দীর্ঘস্থায়ী উপসর্গ অ্যাসিড রিফ্লাক্স বা জিইআরডির লক্ষণ হতে পারে, যার জন্য চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি। সময়মতো চিকিৎসা শুরু করলে জটিলতা এড়ানো যায় এবং সুস্থ, স্বাভাবিক জীবনযাপন সম্ভব হয়।

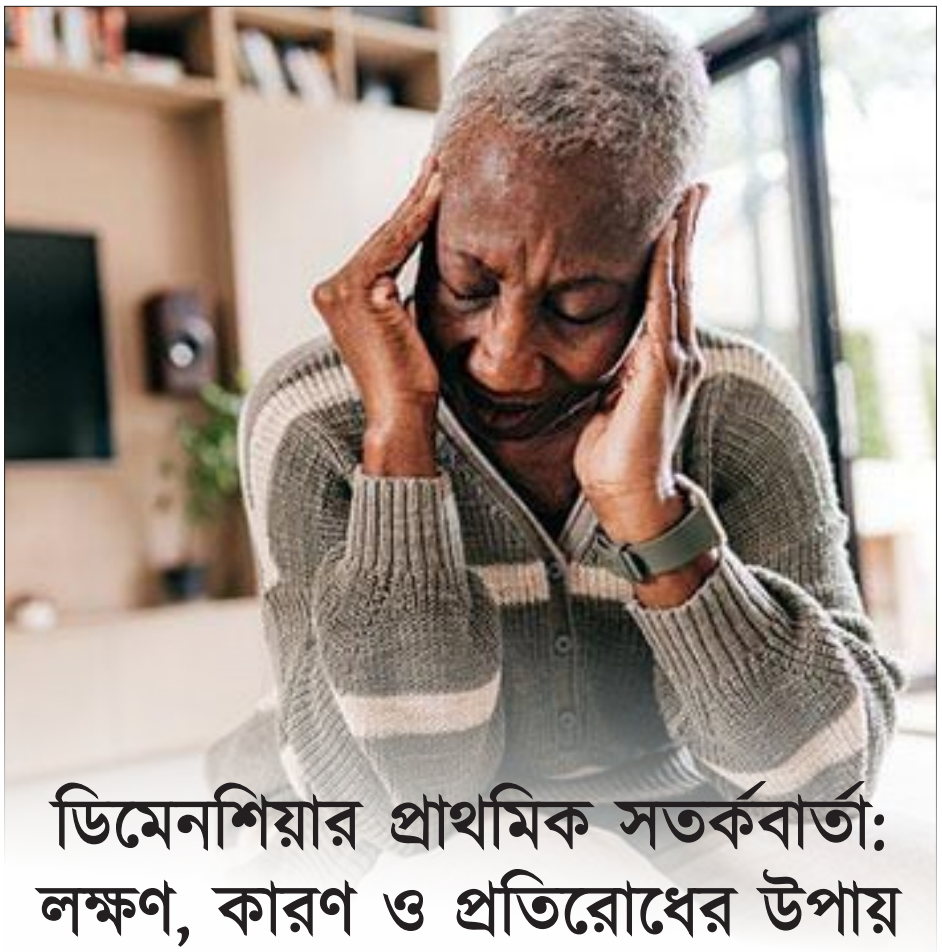

ডিমেনশিয়ার প্রাথমিক সতর্কবার্তা: লক্ষণ, কারণ ও প্রতিরোধের উপায়

যদি আপনি বা আপনার পরিচিত কারোর আচরণ, স্মৃতিশক্তি বা জ্ঞানীয় ক্ষমতায় হঠাৎ পরিবর্তন অনুভব করেন, তা কেবল চাপ বা ক্লান্তির কারণে হচ্ছে বলে ধরে নেওয়া উচিত নয়। বিশেষত যখন এটি দৈনন্দিন কাজকর্মে বাধা সৃষ্টি করে, তখন এটি ডিমেনশিয়ার প্রাথমিক পর্যায়ের একটি সতর্কবার্তা হতে পারে।

ডিমেনশিয়ার প্রাথমিক পর্যায়ে সবচেয়ে সাধারণ লক্ষণ হল স্মৃতিশক্তি হ্রাস। এটি প্রায়শই ছোট ছোট আচরণগত পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। উদাহরণস্বরূপ, আগে শান্ত ও মৃদুভাষী ব্যক্তি হঠাৎ রাগ বা বিরক্তি প্রকাশ করতে পারে। পরিচিত জায়গায় বিভ্রান্তি, সহজ কথোপকথন বোঝার অসুবিধা এবং সাধারণ সিদ্ধান্ত নেওয়ায় সমস্যা দেখা দিতে পারে। ক্রমবর্ধমান ভুলে যাওয়া, একই প্রশ্ন বারবার করা, পরিচিত মানুষ চিনতে না পারা, বা পথে হারিয়ে যাওয়া এই সবই প্রাথমিক সতর্কবার্তার লক্ষণ, যা উপেক্ষা করা একেবারেই অনুচিত।

ডিমেনশিয়ার কারণ বিভিন্ন। বয়স বৃদ্ধি, জেনেটিক প্রভাব, অনিয়ন্ত্রিত উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, স্থূলতা, ধূমপান, শারীরিক নিষ্ক্রিয়তা, দুর্বল ঘুম এবং দীর্ঘমেয়াদী মানসিক চাপ প্রভৃতির কারণে ডিমেনশিয়া হতে পারে। এছাড়া সামাজিক বিচ্ছিন্নতা, বিষণ্ণতা এবং চিকিৎসা না করা শ্রবণশক্তি হ্রাসও জ্ঞানীয় পতনের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে।

আলঝেইমার রোগ সবচেয়ে পরিচিত হলেও ভাস্কুলার ডিমেনশিয়া, লুই বডি ডিমেনশিয়া এবং ফ্রন্টোটেম্পোরাল ডিমেনশিয়ার মতো অন্যান্য প্রকারও প্রাথমিক পর্যায়ে আচরণগত ও ব্যক্তিত্বগত পরিবর্তন ঘটাতে পারে। ডিমেনশিয়া নিয়ন্ত্রণের মূল হল প্রাথমিক সনাক্তকরণ এবং দ্রুত চিকিৎসা। যদিও সম্পূর্ণ নিরাময় সব সময় সম্ভব নয়, প্রাথমিক রোগনির্ণয় চিকিৎসার অগ্রগতি ধীর করতে, উপসর্গ কমাতে এবং জীবনের মান উন্নত করতে সাহায্য করে। নিয়মিত শারীরিক ব্যায়াম, ফল ও সবজি সমৃদ্ধ স্বাস্থ্যকর খাদ্য গ্রহণ, পর্যাপ্ত ঘুম, মানসিক কার্যক্রম এবং শক্তিশালী সামাজিক সংযোগ - মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ।

ডিমেনশিয়ার প্রাথমিক লক্ষণ চিহ্নিত করা এবং জীবনধারার উপযুক্ত হস্তক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। সঠিক সচেতনতা ও যত্নের মাধ্যমে স্মৃতিশক্তি এবং মানসিক কার্যক্ষমতা দীর্ঘ সময় ধরে সুরক্ষিত রাখা সম্ভব।

রাত ১১টার পর ঘুম?

ওজন কমানোর পথে বাধা

ওজন কমানোর প্রচেষ্টা শুধু খাদ্যাভ্যাস ও ব্যায়ামের ওপর নির্ভর করে না; ঘুমের সময়ও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। জুপিটার হাসপাতালের অভ্যন্তরীণ মেডিসিনের পরিচালক ডাঃ অমিত সরাফ জানান, রাত ১১টার পর দেরিতে ঘুমানো ওজন কমানোর প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে, এমনকি স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন করলেও।

ডাঃ সরাফ বলেন, "রাতের বেলায় কর্টিসোল হরমোনের মাত্রা বাড়লে শরীর চর্বি জমাতে সহজ হয়, আর চর্বি পোড়ানোর হার কমে যায়। শরীরের প্রাকৃতিক জৈবিক ছন্দ রাত প্রায় ১০:৩০টার পর 'পরিপাক মন্দার পর্যায়ে' প্রবেশ করে। এই সময়ে জেগে থাকলে চাপ হরমোন বাড়ে এবং বিপাক ক্রিয়ার জন্য বাধা সৃষ্টি হয়।"

তিনি আরও জানান, শরীরের সবচেয়ে কার্যকর মেরামতি রাত ১১টা থেকে ভোর ৩টার মধ্যে ঘটে। ঘুম দেরিতে হলে শর্করার নিয়ন্ত্রণ দুর্বল হয়, খিদে বাড়ে এবং পরবর্তী দিনের খাদ্যাভ্যাস প্রভাবিত হয়। ডাঃ সরাফ সতর্ক করে বলেন, "আপনি আগে স্বাস্থ্যকর সকালের নাস্তা করলেও দেরিতে ঘুমালে ইনসুলিন স্পাইক বেড়ে যায় এবং ওজন নিয়ন্ত্রণ কঠিন হয়ে যায়।"

দীর্ঘদিন যাবত দেরিতে ঘুমানোর অভ্যেস খিদে-নিয়ন্ত্রক হরমোনকেও ব্যাহত করে, ফলে বেশি কার্বোহাইড্রেট গ্রহণ এবং অতিরিক্ত খাবারের প্রবণতা বাড়ে। এছাড়া, দেরিতে ঘুম শারীরিক 'ডিটক্স প্রক্রিয়া' ধীর করে। ফলে হজমের সমস্যা এবং ফোলাভাব বাড়ে। ডাঃ সরাফ পরামর্শ দেন, প্রতি কয়েক রাতে ১৫-২০ মিনিট আগে ধীরে ধীরে ঘুমানোর সময় পরিবর্তন করুন। শুতে যাওয়ার তিন ঘণ্টা আগেই ডিনার সেরে ফেলুন। স্ক্রিনের ব্যবহার কমান এবং সন্ধ্যায় আলো ম্লান করুন। তাঁর কথায়, "নিয়মিত ঘুম ছাড়া সর্বোত্তম ডায়েটও চর্বি পোড়ানো ও হরমোন ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে না।"

আমার মল্লিকা বনে...

তিথির আলো, সময়ের আয়না

অমিতা সরকার
শিক্ষিকা, শিলিগুড়ি

ফাল্গুনের পূর্ণিমা কেবল একটি চন্দ্র তিথি নয়, এটি ইতিহাস, ভক্তি ও মানবিকতার এক গভীর প্রতীক। জ্যোতির্বিজ্ঞানের ভাষায়, যখন সূর্য–পৃথিবী–চাঁদ একই সরলরেখায় এসে পৃথিবীর ছায়া চাঁদের উপর পড়ে, তখন ঘটে চন্দ্রগ্রহণ। আর ধর্মীয় বিশ্বাসে, এই সময়টি আত্মশুদ্ধি ও ঈশ্বরস্মরণের পবিত্র মুহূর্ত। ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দে (বাংলা ২৩ ফাল্গুন), এমনই এক গ্রহণের রাতে নবদ্বীপে জন্ম নেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। ইতিহাস, আধ্যাত্মিকতা ও প্রকৃতির এই আশ্চর্য সমাপতন আমাদের মনে করিয়ে দেয়—অন্ধকার যতই গভীর হোক, আলোর আবির্ভাব অনিবার্য।

ফাল্গুনের পূর্ণিমা রাত। আকাশে ধবধবে চাঁদ, কিন্তু সেই চাঁদের মুখ ঢেকে দিতে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে ছায়া—চন্দ্রগ্রহণ। চারিদিকে এক অদ্ভুত আলো-অন্ধকারের খেলা। নদীয়ার নবদ্বীপে গঙ্গার ঘাটে ভিড় জমেছিল অসংখ্য মানুষের; গ্রহণের সময় গঙ্গাস্নান ও নামসংকীর্তন হিন্দু সমাজে পুণ্যময় বলে মানা হয়। “হরি বল! হরি বল!” ধ্বনিতে মুখরিত হয়েছিল চারদিক। সেই সমবেত নামস্মরণের মাঝেই শচীদেবীর কোল আলো করে জন্ম নেন নিমাই, যিনি পরবর্তীকালে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নামে পরিচিত হন। তাঁর প্রচারিত ভক্তি আন্দোলন জাতপাত ও ভেদাভেদ অতিক্রম করে প্রেম ও সমতার বার্তা দিয়েছিল। ইতিহাস বলে, তাঁর নামসংকীর্তনের ঢেউ বাংলার সীমানা পেরিয়ে ওড়িশা, আসাম, বৃন্দাবন পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল।

আজ আবার যখন দোল পূর্ণিমা ও চন্দ্রগ্রহণের সমাপতন ঘটে, তখন মনে প্রশ্ন জাগে—ইতিহাস কি নিজেকে পুনরাবৃত্তি করে, নাকি আমরা সময়ের স্রোতে দাঁড়িয়ে মিল খুঁজি? চারদিকে অস্থিরতা, বিভাজন, মতের সংঘাত—এই সময়ে দাঁড়িয়ে শ্রীচৈতন্যের প্রেম ও সাম্যের বাণী আরও প্রাসঙ্গিক মনে হয়। তিনি শিখিয়েছিলেন, নামের শক্তি মানুষের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে, আর প্রেমই সমাজকে একত্র রাখে।

দোল মানেই রঙের উচ্ছ্বাস, আবিরের মেঘে মাখামাখি হাসি। বৈষ্ণবদের কাছে এই দিনটি ‘গৌর পূর্ণিমা’ ভক্তি ও আনন্দের দিন। পুরাণে রাধা-কৃষ্ণের রঙের লীলার উল্লেখ আছে, যা প্রেম ও মিলনের প্রতীক। কিন্তু এ বছর যেন সেই সরল আনন্দ কোথাও চাপা পড়ে গিয়েছে। “খেলা হবে”, “রঙ উঠবে”—এই শব্দের ভিড়ে হৃদয়ের সহজ রঙ হারিয়ে যাচ্ছে। গত বছরের দোলের ছবিটা মনে পড়ে—আমার ছেলের প্রথম রঙ খেলা। তার গালে লাল-নীল আবির, চোখে বিস্ময় আর উচ্ছ্বাস। ছোট্ট হাতে রঙ মেখে সে যখন হাসছিল, মনে হয়েছিল পৃথিবীটা কত সরল হতে পারে। সেই এবারও সকাল থেকেই সে অস্থির—“কখন খেলব?” তার সেই অধীর অপেক্ষা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল, শিশুর কাছে উৎসব মানে নিখাদ আনন্দ, কোনো প্রতিযোগিতা নয়।

চন্দ্রগ্রহণ সাময়িক—কিছু সময় পর চাঁদ আবার নিজ আলোয় উদ্ভাসিত হয়। ঠিক তেমনি সমাজের অশান্তিও স্থায়ী নয়, যদি আমরা মানবিকতা হারিয়ে না ফেলি।

আজকের যুগ ডিজিটাল, দ্রুত, মতের বিভাজনে তীব্র; সামাজিক মাধ্যমে রঙের থেকেও বেশি ছড়ায় মতভেদ। তাই দোলের এই তিথিতে হয়তো আমাদের আরও বেশি করে মনে রাখা উচিত—রঙের উৎসব মানে কাউকে জোর করে রাঙানো নয়, বরং সম্মান ও সহমর্মিতার সঙ্গে আনন্দ ভাগ করে নেওয়া। পরিবেশবান্ধব রঙ ব্যবহার, জলের অপচয় রোধ, আর সকলের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে উদযাপন—এই সচেতনতা আজকের সময়ের দাবি।

লাল নীল সবুজের খেলা...
হাওড়ায় সৌমালি চ্যাটার্জির ক্যামেরায়

→ *খেলবো হলি রঙ দেবো না...*
জলপাইগুড়িতে তমালিকা সরকারের ফোনে বন্দি ঋতুশ্রী চক্রবর্তীর রঙ খেলার একটুকরো ছবি...

যে রঙ আমায় ছোঁবে না কক্ষনো

সুমনা দত্ত, নাগরাকাটা

আজ শহর জুড়ে ছড়িয়েছে কে আবির রঙা ফুল,
দেখি সেই রঙেরই আবেশ মেখে আকাশও মশগুল।
ছড়িয়ে দিলো এক মুঠো রোদ আঁচল ভরা নীলে,
খুব গোপনে হয়তো বা কেউ আবীর মেখে দিলে।
হয়তো কোথাও আসমানী রঙ মন ছুঁয়েছে কারো,
দু চোখ জুড়ে জমেছে মেঘ অভিমান হাজারো।
আঁধার রাতে জোনাকিরাও আলপনাতে রত
তাদের ভালোবাসা বইছে বুকে শান্ত নদীর মতো।
রং মেখেছে সবুজ ঘাসও আবির মাখা ভোরে,
সাকিনহারা অলস রোদেও ঘুমাচ্ছে বে-ঘোরে।
হালকা শীতের চাদর গায়ে বাউল বাতাস ছোটে,
অমলতাসের ঝুমকো কানে ফাগুন এসে জোটে।
শিমুল ভাবে এই ফাগুনে বাঁধবে সে ঘর সুখে,
পলাশ তখন লুকিয়েছে মুখ কৃষ্ণচূড়ার বুকে।
আমিও জানি চাইলেই মন পারবে না ছুঁতে তাঁকে,
নিজের ভেবে বুকের ভেতর আগলে যাকে রাখে।
শেষ বিকেলে এক মুঠো রোদও খোঁজে আপনজন
ফাগুন জানে সে রঙ আমায় ছোঁবে না কক্ষনো।।

রঙে লেখা বসন্ত

নন্দিকা ধর, কোচবিহার

বসন্তের রং ছুঁয়ে যায় নীরব হৃদয়ের গোপন আঙিনা,
পলাশের আগুনে জ্বলে ওঠে স্মৃতির লাল আলপনা।
কোকিলের কণ্ঠে ভেসে আসে অদৃশ্য মায়ার সুর,
শিউলির গন্ধে মাখা থাকে অলস দুপুর।
বাতাসে ভাসে অচেনা স্বপ্নের মৃদু আহ্বান,
মনে হয় প্রকৃতি লিখছে নতুন কোনো গান।
সবুজ পাতার ফাঁকে রোদের সোনালি স্পর্শ,
বসন্ত যেন হৃদয়ে জাগায় অনন্ত হর্ষ।

বাউল মানেই হৃদমাঝারে মাটির সুর

কলমে হুগলি থেকে সৌভিক দাস

একতারার সঙ্গে বাংলার মাটির এক অদ্ভুত সখ্য আছে। ১৫ শতক থেকে চলে আসা এই বাউল সাধনা আজ কেবল গান নয়, বরং ইউনেস্কোর স্বীকৃতিপ্রাপ্ত এক অমূল্য ‘ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ’। লালন শাহ থেকে পূর্ণ দাস বাউল তাঁদের গানে পরমাত্মাকে খোঁজার যে ব্যাকুলতা, তা আজও প্রতিটি বাঙালির রক্তে মিশে রয়েছে।

দোলযাত্রার পুণ্য তিথিতে যখন সারা দেশ রঙের খেলায় মাতোয়ারা, বোলপুর-শান্তিনিকেতন তখন ধারণ করে এক অনন্য রূপ। আবিরের রঙ আর বসন্তের নাচের সঙ্গে যখন বাউলের একতারা আর ডুগডুগির সুর মেশে, তখন এক অনাবিল শান্তির পরিবেশ তৈরি হয়। গেরুয়া আলখাল্লা, তালি দেওয়া পোশাক আর জটার আড়ালে লুকিয়ে থাকা এই সাধকরা আসলে বৈষ্ণব ও সুফি দর্শনের এক অনন্য সংমিশ্রণ।

দুর্ভাগ্যবশত, আজকের ডিজিটাল যুগে এই লোকজ সংস্কৃতি কিছুটা কোণঠাসা। কৃত্রিম ‘ফিউশন’-এর ভিড়ে বাউল গানের আসল মাধুর্য অনেক সময় হারিয়ে যাচ্ছে। সরকার বিভিন্ন প্রকল্পে শিল্পীদের যুক্ত করলেও, মানুষের পাড়ায় পাড়ায় আসর বসানোর অভ্যাস কমে যাওয়ায় বাউলদের উপার্জনের পথ দিন দিন সরু হয়ে আসছে। যন্ত্র আর প্রযুক্তির দাপটে এই শিল্প আজ অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে।

সাউন্ডবক্সে ফিউশন শোনার চেয়ে লাল মাটির ওপর গাছের ছায়ায় বসে সত্যিকারের বাউলের মুখে যখন শোনা যায়

“মিলন হবে কত দিনে, আমার মনের মানুষের সনে...”

তখন যে অতিজাগতিক বা অতীন্দ্রিয় মুহূর্ত তৈরি হয়, তা কোনো কৃত্রিম সুর দিয়ে ছোঁয়া অসম্ভব। এবারের বসন্তে একবার কৃত্রিমতা ছেড়ে সেই মাটির সুরের কাছে ফিরে দেখুন; দেখবেন আত্মার প্রশান্তি কাকে বলে।

↑ *মাটির সুরে মিশে গেছে মন*
কেমনের রঙ
এই বাতাস নাচে যখন
বুকের ভিতর বসন্ত বাউল।

ছবি তুলেছে - সুভান
লেখায় - অঙ্কুর মহন্ত
স্থান - বসুন্ধরা, শিলিগুড়ি

বলছে ডেকে ফিরমিয়ানা ফিরে এসো, রাখো দিঠি—
বসন্ত এসে গাছের শিরায় লিখে গেল লাল চিঠি।
ক্যামেরায় সায়ন্তন ধর।

লাগলো যে দোল...
পূজা চৌধুরির ক্যামেরায়

একই অঙ্গের দুই নাম রাধার চোখে আজন্ম রঙ,
আমার চৈতন্য, আমার গৌড় হোক কৃষ্ণছায়া। *-- অঙ্কুর মহন্ত*
শিলিগুড়ির বসুন্ধরায় সুভানের ক্যামেরায়

আজ হোলি খেলবো শ্যামের সনে...
কোচবিহার থেকে রিয়া দত্তের ক্যামেরায়

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কর্তৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত।
● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at ‘Janabarta’ Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96